জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
e-paper : www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

ফের নোটিশ

এবার তুফানগঞ্জ। অসম সরকারের পাঠানো এনআরসি নোটিশ। মোমিনা বিবির কাছে অসমের ধুবড়ি থেকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে। তিনি ৪৫ বছর আগে রাজ্যে চলে আসেন

কমলা সতর্কতা

উত্তরে সোমবার পর্যন্ত অতি-ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা। কোথাও ২০০ মিমি পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে। শুক্রবারের পর দক্ষিণে বৃষ্টির পরিমাণ অনেকটা কমে যাবে। কার্যত পরিষ্কার আকাশ থাকবে

৭ অগাস্ট প্রকাশিত হবে জয়েন্ট এন্ট্রান্সের ফল

এসআইআর : তৃণমূল-সহ জোটের কমিশন ঘেরাও আগামী সপ্তাহে

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ৬৯ • ১ অগাস্ট, ২০২৫ • ১৫ শ্রাবণ ১৪৩২ • শুক্রবার • দাম - ৪ টাকা • ১৬ পাতা • Vol. 21, Issue - 69 • JAGO BANGLA • FRIDAY • 1 AUGUST, 2025 • 16 Pages • Rs-4 • RNI NO. WBBEN/2004/14087 • KOLKATA

▪ পুজো ঘিরে প্রায় ১ লক্ষ কোটির অর্থনীতি ▪ সব সরকারি ফি মকুব করলেন মুখ্যমন্ত্রী ▪ ওয়ান উইন্ডো সিস্টেমে পুজোর অনুমতি ▪ বিদ্যুৎ বিলে ছাড় ৭৫ থেকে বেড়ে ৮০% ▪ পুজোর বিসর্জন ২, ৩ ও ৪ অক্টোবর ▪ পুজো কার্নিভাল ৫ অক্টোবর

৮৫ হাজার বেড়ে ১ লক্ষ ১০ হাজার

মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণায় খুশি পুজো কমিটি

প্রতিবেদন : পুজোর বাকি এখনও ৫৮ দিন অথচ বৃহস্পতিবারই পুজোর বাদ্যি বাজিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রত্যাশা ছাপিয়ে চমক ছাড়া একে আর কীই-বা বলা যেতে পারে। গতবছর পুজো অনুদান ছিল ৮৫ হাজার টাকা। স্বাভাবিকভাবেই রাজ্যজুড়ে প্রায় ৪৫ হাজার পুজো কমিটির প্রত্যাশা ছিল এবার হয়তো ১ লক্ষ টাকা অনুদান ঘোষণা করবেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু তিনি তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সকলের চেয়ে আলাদা। ভাবনায়-প্রত্যয়ে-বাস্তবায়নে। সব দিক বিবেচনা করে উপচে পড়া নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে যখন তিনি ঘোষণা করলেন, এবার রাজ্য সরকার পুজো অনুদান দেবে ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা, তখন আনন্দে বিহ্বল পুজো কমিটির কর্মকর্তারা চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠেছেন। স্টেডিয়াম জুড়ে হাততালির ঝড় চলল পাঁচ মিনিট জুড়ে। সঙ্গে জয় বাংলা স্লোগান। এখানেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনন্য। কলকাতার সঙ্গে বেজায় খুশি জেলার পুজো কমিটিগুলিও। এবারও ফায়ার লাইসেন্স-সহ পুজো সংক্রান্ত সমস্ত সরকারি ফি মকুবের ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেইসঙ্গে বিদ্যুৎ বিলেও ছাড় ৭৫ শতাংশ থেকে বেড়ে ৮০ শতাংশ করলেন। এদিন মুখ্যমন্ত্রী মনে করে দিয়েছেন পুজোর সময় পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে কলকাতা-সহ গোটা রাজ্যের যে সমন্বয় থাকে সেই অনুযায়ী কাজ করতে হবে। তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন, মহিলাদের নিরাপত্তায় যেন কোনওরকম ঘাটতি না হয় সেটা নজর রাখতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এবার পুজোর কার্নিভাল হবে ৫ অক্টোবর। বিসর্জন হবে ২, ৩ এবং ৪ অক্টোবর। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, এবারে (এরপর ১০ পাতায়)

পরিযায়ীদের পাশে থাকার বার্তা

▪ সর্বধর্মের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার।

প্রতিবেদন : বৃহস্পতিবার নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে পুজো কমিটির সঙ্গে বৈঠকে মানবিক বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভিনরাজ্যে অত্যাচারিত হয়ে ফেরা বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের পাশে থাকার আহ্বান জানালেন তিনি। প্রশাসন ও পুজো উদ্যোক্তাদের উদ্দেশে তাঁর আবেদন—এই মানুষগুলোর পাশে দাঁড়ান। নতুন জামাকাপড় দিন, সাধ্যমতো সহায়তা করুন। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, অনেকেই অত্যাচারিত হয়ে, নিপীড়িত হয়ে নিজের জেলায় ফিরে আসছেন। ক্লাবের তরফে কিংবা প্রশাসনের তরফে যদি তাঁদের একটু নতুন জামাকাপড়ও দেওয়া যায়, তাতেও অনেক উপকার হবে। এই অত্যাচার আমরা সমর্থন করি না। আমরা কখনও কারও উপর অত্যাচার করি না, এটাই আমাদের শিক্ষা। কেউ খারাপ ব্যবহার করেছে বলেই আমরা খারাপ ব্যবহার করব—এই ভাবনা যেন আমাদের মধ্যে না আসে। কারণ এটাই আমাদের সংস্কৃতি।

পুজোয় বাড়ে জিডিপি, উৎসব বদলে দিয়েছে বাংলার অর্থনীতি

পার্থ ঘোষ • চেয়ারম্যান, ফোরাম ফর দুর্গোৎসব

ধর্মের চেয়েও এখন দুর্গাপুজোর অর্থনৈতিক গুরুত্ব বেশি। গত বিশ বছরে দুর্গাপুজোর ব্যাপ্তি বেড়েছে আকাশছোঁয়া। পুজো মানেই এখন দেশি-বিদেশি কোম্পানির ব্র্যান্ডিং, হাজার হাজার কোটি টাকার ব্যবসা। প্রান্তিক মানুষের জন্যও বিরাট আয়ের সংস্থান। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে অন্য মাত্রা পেয়েছে দুর্গোৎসব। বিশ্বের দরবারে বিশেষ স্থান পেয়েছে বাংলার দুর্গাপুজো। পুজো কমিটিগুলিকে মোটা অঙ্কের অনুদান দেওয়া থেকে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় খরচায় ছাড়, সমস্তরকম সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এ-প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে দুর্গাপুজোর (এরপর ১০ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ—'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

সময়ের ডাক

'সময়'—সময়কে ডাকে
শুনতে পাচ্ছো সময়?
ডাকছে তৈরি হও।

সময়ের ডাক—নেই হাঁক-ডাক
তৈরি হও সময়ে—
আর না সাড়া দিলে
সময় বিদায় জানাবে সময়ে।

সময়ের ডাক... ...
সময়ে দিতে হবে সাড়া
না হলে সময় অপেক্ষা করে না
উপেক্ষা করো না বাড়া-ভাত-বাড়া।

পেট ডাকলেই খিদে পেয়েছে
কিছু তো খেয়ে নাও,
সময় যখন ডাক দিয়েছে
তখন তাতে সাড়া দাও।

যদি না দাও সাড়া
তবে সময় দেবে তো তাড়া
আর যদি তা না হয় বাস্তব
তবে সময়ে যাবে না ফেরা।

বাঙালি হেনস্থায় ক্ষুব্ধ অমর্ত্য সেন

প্রতিবেদন : নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন বাংলাভাষীদের ওপর অত্যাচার নিয়ে মুখ খুললেন। স্পষ্ট বললেন, বাঙালিদের ওপর অত্যাচার হলে তো আমার আপত্তি থাকবেই। বৃহস্পতিবার শান্তিনিকেতনে তিনি বলেন, বাঙালি, পাঞ্জাবি কিংবা মারোয়াড়ি কারও উপরেই হামলা সমর্থনযোগ্য নয়। সব মানুষকে সম্মান দিতে হবে। দেশের মানুষের অধিকার রয়েছে আনন্দে থাকার। সংবিধান বলছে, একজন ভারতীয় নাগরিকের গোটা দেশের উপর অধিকার রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল এ-ভাষাতেই কথা বলেছেন। এর মূল্য দিতে হবে।

তারিখ অভিধান

১৯২০ ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রতিষ্ঠাদিবস।

সুরেশচন্দ্র চৌধুরী জোড়াবাগানের নিমতলা ঘাট স্ট্রিটে তাঁর বাড়িতে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২২ সালে ভারতীয় ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভ্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়ে ১৯২৪ সালে কলকাতা ফুটবল লিগে অংশ নেয়। ১৯৪২-এ সর্বপ্রথম কলকাতা ফুটবল লিগ জয় করে।

১৯৮২ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী (১৯১২-১৯৮২) এদিন মারা যান। কল্লোল যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পকার। তাঁর উপন্যাসের সংখ্যা ২০টি ও গল্পগ্রন্থ আছে ৫৩টি। তাঁর লেখা ছোটগল্প ভাত ও গাছ, ট্যাক্সিওয়ালা, নীল পেয়ালা, সিঁদেল, একঝাঁক দেবশিশু ও নীলফুল এবং বলদ বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

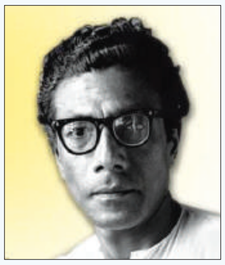

১৯২০ মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের শুরু। আন্দোলনের সূচনাতেই গান্ধীজি ফিরিয়ে দেন ‘কাইজার-ই-হিন্দ’ উপাধি। দেশ জুড়ে শুরু হয় বিদেশি বস্ত্র বয়কট। হাজার হাজার আন্দোলনকারীকে জেলে পুরেও আন্দোলনের গতি রোধ করতে ব্যর্থ হয় ব্রিটিশ সরকার। দু’বছর পর ফেব্রুয়ারি মাসে চৌরিচৌরাতে আন্দোলনকারীরা হিংসার আশ্রয় নিলে গান্ধীজি আন্দোলন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেন।

১৯৩৩ মীনা কুমারীর (১৯৩৩-১৯৭২) জন্মদিন। হিন্দি চলচ্চিত্র জগতে ‘ট্যাজেডি কুইন’ বলা হয় তাঁকে। তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে ৯২টি ছবিতে অভিনয় করেছেন। উল্লেখযোগ্য ছবিগুলোর মধ্যে আছে ‘সাহেব বিবি আউর গোলাম’, ‘পাকিজা’, ‘বৈজু বাওরা’, ‘পরিণীতা’, ‘দিল এক মন্দির’, ‘কাজল’ প্রভৃতি।

১৮৪৬ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের (১৭৯৪–১৮৪৬) মৃত্যুদিন। তিনি রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরদা। রাজা রামমোহন রায়ের বন্ধু ও সঙ্গী। তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি ইংরেজদের সঙ্গে অংশীদারিত্বে ব্যবসায় নেমেছিলেন। ব্যাঙ্ক, বিমা থেকে শুরু করে কয়লা খনি, রেশম রফতানি, এমনকী জাহাজের ব্যবসাতেও নেমেছিলেন। পাশাপাশি কলকাতায় মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন ও ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও অগ্রণী ভূমিকা নেন। প্রথমবার ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে ইউরোপে গেলে রোমের পোপ ও ইংল্যান্ডের মহারানি ভিক্টোরিয়া তাঁকে সংবর্ধনা দেন। দ্বিতীয়বার বিলেত যাত্রার সময় সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন চারজন ডাক্তারির ছাত্রকে। উদ্দেশ্য, তাঁদের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করা। লন্ডনে তাঁর মৃত্যু হয়। দেহ সমাহিত করা হয় কেনসাস গ্রিন গির্জায়।

১৭৭৪ জোসেফ প্রিস্টলি আজকের দিনেই অক্সিজেন আবিষ্কার করেন। লেন্সে সূর্যালোক ফেলে আগুন ধরান মারকিউরিক অক্সাইডে। আর সেই সূত্রেই সন্ধান পান অক্সিজেনের। এর ফলে বাতাসে হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন ও কার্বন ডাই অক্সাইডের সঙ্গে অক্সিজেনের অস্তিত্বও স্বীকৃত হয়।

১৯৩১ ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩১-২০১৪) এদিন ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৭১-১৯৮৬ প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে আম্পায়ারের ভূমিকায় দেখা গিয়েছে তাঁকে। পাঁচটি টেস্ট ও দুটি একদিনের খেলায় আম্পায়ারিং করেছেন। ৩০ জুলাই, ২০১৪-তে তাঁর মৃত্যু হয়।

১৯২০ বাল গঙ্গাধর তিলকের (১৮৫৬-১৯২০) মৃত্যুদিন। এদিন বোম্বেতে (অধুনা মুম্বই) এই ‘লোকমান্য’ স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রয়াত হন। তাঁর বজ্রকণ্ঠেই ভারতবাসী শুনেছিল সেই দাবি, ‘‘স্বাধীনতা আমার জন্মগত অধিকার আর আমি তা আদায় করেই ছাড়ব।’’

১৮৯৯ কমলা নেহরুর (১৮৯৯–১৯৩৬) জন্ম এদিন দিল্লিতে। তিনি জওহরলাল নেহরুর পত্নী এবং ইন্দিরা গান্ধীর মা। অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন।

৩১ জুলাই কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৮৯৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৯৪৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৪৫০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১১১৯০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১১২০০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৮.২৩	৮৭.০৮
ইউরো	১০১.৬৫	১০০.৫৯
পাউন্ড	১১৭.৫০	১১৫.৫৬

নজরকাড়া ইনস্টা

■ পাওলি দাম

■ মিমি চক্রবর্তী

পার্টির কর্মসূচি

২৮ অগাস্ট তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষে ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষে ব্লক, শহর ও কলেজ ইউনিটের সভাপতিদের হাতে ব্যানার, পোস্টার ও পতাকা তুলে দিচ্ছেন জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদ সভাপতি সৈয়দ মিলু।

অসমের কোকরাঝাড় জেলায় আসন্ন বোড়োল্যান্ড টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল নির্বাচন উপলক্ষে অসম তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে প্রাথমিক পর্যায়ের সভার আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন দলের নেতৃত্ব-সহ সমর্থকরা।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৪৬০

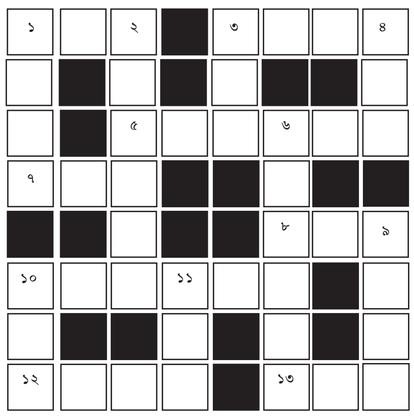

পাশাপাশি : ১. পুত্র ৩. পড়াশোনার নানান উপকরণ ৫. এককালীন ৭. শ্রেষ্ঠা, প্রধানা ৮. ফালতু, বাজে ১০. সরকারি রেকর্ডে বা জমিদারি সেরেস্তায় পুরোনো মালিকের নাম কেটে নতুন মালিকের নাম লেখা ১২. মজবুত ১৩. মাটির কলসি।

উপর-নিচ : ১. মূল আদর্শ ২. লোকাকীর্ণ ৩. ঝগড়া, কলহ ৪. তন্ত্রশাস্ত্রজ্ঞ ৬. যেখানে সরকারি দলিলপত্র সংরক্ষণ করা হয় ৯. গোপনীয়তা ১০. দাপট বা দর্পিত কর্তৃত্বযুক্ত ১১. উচ্চতা।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৪৫৯ : পাশাপাশি : ১. আর্মচেয়ার ৪. খটকা ৫. নামীদামি ৬. অন্নজল ৮. সিদ্ধিদ ৯. লতাশোভিত। **উপর-নিচ :** ১. আকাদেমি ২. চেতিত ৩. রণকৌশল ৫. নাড়ুগোপাল ৬. অলসিত ৭. মকশো।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও’ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমারশহর

1 August, 2025 • Friday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে প্রশাসনিক ও সমন্বয় বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী ও বিশিষ্টরা

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পুজো অর্থনীতি

বাংলার পুজো রাজ্যের সব শ্রেণির মানুষের কাছে উৎসব। উৎসব মানে শুধু পুজো হয়ে গেল আর তাতেই ইতি হয়ে গেল তেমনটা নয়। আসলে বাংলার উৎসবের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে বিরাট একটা অর্থনৈতিক গুরুত্ব। দু'-আড়াই মাসের পুজোর অর্থনীতি পাল্টে দেয় বাংলার জিডিপি। এতটাই বাড়ে যে তা দেশের জিডিপিকেও ছাড়িয়ে যায়। সরকারি মতে হিসেব বলছে, পুজোকে কেন্দ্র করে ৮০ হাজার কোটি টাকার বেশি ব্যবসা হয়। আর বেসরকারি মতে এটা কার্যত এক লক্ষ কোটি। কিছুদিন আগেই বাংলার পুজোকে কালিমালিপ্ত করার জন্য বিজেপি তাদের চিরাচরিত চক্রান্তের রাজনীতি শুরু করেছিল। বাংলায় নাকি পুজো হয় না, পুজো করতে দেওয়া হয় না। এই সমস্ত অপপ্রচারের মাঝেই ইউনেস্কো থেকে বাংলার পুজোর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু যে দেশ-বিদেশের লগ্নি বাংলায় আনছেন তাই নয়, বাংলার পুজো-অর্থনীতিকে একটি আন্তর্জাতিক মাত্রা দিয়েছেন। এই ধারণাটা বাম আমলে ছিলই না। প্রত্যেকটি ক্লাবকে সরকারি সাহায্যের মাধ্যমে পুজোর অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে দিচ্ছে। আগে বহু পুজো কমিটি পুজো করতে ভয় পেত, এখন সকলে চাপমুক্ত হয়ে পুজো করে। ২০০৬ সালে ভারতে দুর্গাপুজোর অর্থনীতি ছিল ৩০ হাজার কোটি টাকা। তার মধ্যে বাংলার ভাগ ছিল মাত্র ১০ হাজার কোটি। অর্থাৎ ২০ বছরে প্রায় ১০ গুণ বেড়ে গিয়েছে অর্থনীতি। এটাই বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর সবচেয়ে বড় সাফল্য। পুজো-উৎসব আনন্দের। সে তো হবেই। কিন্তু পুজো যে অর্থনীতির মানদণ্ডটিকে পাল্টে দিতে পারে তা হাতে-কলমে করে দেখিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

e-mail থেকে চিঠি

শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টের রায়ে!

ওবিসি জট অবশেষে কাটল শীর্ষ আদালতে। দূর হল রাজ্যে ছাত্র ভর্তি এবং শিক্ষক নিয়োগের বাধা। এই প্রসঙ্গে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ, 'উই আর সারপ্রাইজড! কীভাবে হাইকোর্ট এই মামলায় স্থগিতাদেশ দিতে পারে? সংরক্ষণ তো এগজিকিউটিভ সিদ্ধান্তের অংশ। ইন্দিরা সাহানি মামলায় ন'জন বিচারপতির রায়েই তা স্পষ্ট করা আছে। হাইকোর্টের নির্দেশ ভুলে ভরা।' সোমবার পশ্চিমবঙ্গের ওবিসি সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে এমনই মন্তব্য করেন প্রধান বিচারপতি বি আর গাভাই স্বয়ং। স্বভাবতই ওবিসি মামলায় সর্বোচ্চ পর্যায়ে রাজ্যের নৈতিক জয়ই হল বলে ধরে নেওয়া যায়। ওবিসি শংসাপত্রের বিজ্ঞপ্তি সংক্রান্ত মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের উপর স্থগিতাদেশ দিল সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বি আর গাভাই, বিচারপতি বিনোদ চন্দ্রন এবং বিচারপতি এন ভি আনজারিয়ার বেঞ্চ। ফলে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে নিয়োগ বা ভর্তির জটিলতা আপাতত কাটল। এতে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবে বাংলার শিক্ষামহল। কেননা, ওবিসি সংক্রান্ত আইনি জটিলতায় এতদিন রাজ্য ইঞ্জিনিয়ারিং জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার ফলই প্রকাশ করা যায়নি। এছাড়া উচ্চ মাধ্যমিকের ফল প্রকাশ করার পরেও এখানে ভর্তি শুরু করা যায়নি স্নাতক শ্রেণির কোর্সগুলিতে। উচ্চশিক্ষা দফতর কেন্দ্রীয় পোর্টালের মাধ্যমে কলেজে আবেদনের সময়সীমা আজ পর্যন্ত বাড়িয়েছে। ২১ তারিখ শেষ হয়েছে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষার আবেদন। কিন্তু ছাত্রভর্তি থেকে শিক্ষক নিয়োগের সামনে বাধা কী? একটাই উত্তর, ওবিসি সংরক্ষণের জটিলতা। এই আইনি জট কাটলেই শুধুমাত্র শিক্ষাক্ষেত্রেই প্রায় ১০ লক্ষ ছাত্রছাত্রী এবং বহু হবু শিক্ষকের ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কা দূর হবে। ২০১০ সালের পর ওবিসি হিসেবে যাঁদের নাম নথিভুক্ত করা হয়েছে, তাঁদের শংসাপত্র বাতিলের নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। রাজ্যের উচ্চ আদালত জানিয়েছিল, ২০১০ সালের আগে পর্যন্ত যেসব জনগোষ্ঠী ওবিসি ছিল নিয়োগ বা ভর্তির ক্ষেত্রে শুধু তাদেরই সার্টিফিকেট গ্রাহ্য হবে কিন্তু পরবর্তীকালে ইস্যু হওয়া সার্টিফিকেটকে মান্যতা দেওয়া যাবে না। আর এতেই ভয়ানক বিপাকে পড়ে গিয়েছেন শিক্ষার্থী এবং চাকরি প্রার্থীদের একটা বড় অংশ।

— স্বপন শীল, বাগুইআটি, কলকাতা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

মণিপুর জ্বলছে

~~নিরো বেহালা বাজাচ্ছে~~

মোদি শুধু বিদেশে ছুটছে

ঔদাসীন্য সীমাহীন। আর তাতেই আঁধার ঘিরছে অন্তহীন। মণিপুর নিয়ে মোদি সরকারের অবস্থান রোমের রাজা নিরোর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। নিত্যনিধনকাণ্ডের প্রতি অসংবেদনশীল উপত্যকা জল্লাদের দেশ হতে পারে, আমার নয়। লিখছেন **ডাঃ বৈদ্যনাথ ঘোষ দস্তিদার**

গত এক বছরেরও বেশি সময় ধরে মণিপুর জ্বলছে— অথচ এই কেন্দ্রীয় সরকার, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে, নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়েছে। এই নীরবতা শুধু অপরাধ নয়, এটি সহানুভূতির মৃত্যুঘণ্টা।

রাষ্ট্রপতির শাসন কোনও স্থায়ী শাসনব্যবস্থা নয়। এটি সংবিধানের একটি জরুরি ব্যবস্থা— অস্থায়ী ও স্বল্পস্থায়ী হওয়ার কথা। এর পুনরাবৃত্তি গণতন্ত্রের উপহাস, আইনের শাসনের অপমান এবং কেন্দ্রীয় সরকারের চরম ব্যর্থতার স্বীকারোক্তি।

১. আইন-শৃঙ্খলার ভয়াবহ ব্যর্থতা : ভারতের লজ্জা

একটি রাষ্ট্রের সর্বপ্রথম দায়িত্ব হল তার নাগরিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা। কিন্তু মণিপুরে আমরা কী দেখেছি?

- ২০০-রও বেশি মানুষ নিহত, শিশু ও বৃদ্ধরাও বাদ যায়নি।
- ৬০,০০০-রও বেশি মানুষ গৃহহীন, ক্যাম্পে মানবেতর অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন।
- সম্পূর্ণ গ্রাম ধ্বংস, আগুনে ভস্মীভূত হয়েছে শত-শত বাড়ি।
- ৬ মাসেরও বেশি সময় ইন্টারনেট বন্ধ, যা একটি গণতান্ত্রিক দেশে নজিরবিহীন।
- ৫০০-র বেশি গির্জা ও সংখ্যালঘুদের ঘরবাড়ি ধ্বংস।

এটা শুধুই 'অশান্তি' নয়— এটা একপ্রকার গৃহযুদ্ধ, এবং তা সরকারের নিষ্ক্রিয়তা ও পক্ষপাতিত্ব দ্বারা সম্ভব হয়েছে।

ভারতের সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত বলেছে— 'মণিপুরে যা ঘটছে তা গ্রহণযোগ্য নয়। এটা সংবিধানিক কাঠামোর সম্পূর্ণ ভেঙে পড়া।'

২. গৃহমন্ত্রকের চরম ব্যর্থতা

মাননীয় গৃহমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করতে চাই— যখন মণিপুর জ্বলছিল, আপনি কোথায় ছিলেন?

কোথায় ছিল গোয়েন্দা তথ্য? কেন IB, RAW বা রাজ্য গোয়েন্দা সংস্থা আগাম সতর্কবার্তা দেয়নি?

না কোনও প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ, না কোনও সম্প্রদায়ভিত্তিক সংলাপ, না কোনও অস্ত্র বাজেয়াপ্ত।

সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ার পরেও যথাযথ কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়নি।

আপনি ভারতের গৃহমন্ত্রী হিসেবে নয়, যেন এক সম্প্রদায়ের নেতা হিসেবে কাজ করেছেন।

৩. সাম্প্রদায়িক রাজনীতিই মূল সমস্যা

এই সংঘাত শুধুই জাতিগত নয়— এটি রাজনৈতিক। বিজেপি বছরের পর বছর হিন্দু বনাম খ্রিস্টান, মেইতেই বনাম কুকি, উপত্যকা বনাম পাহাড়— এভাবে এক সম্প্রদায়কে অন্যটির বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলেছে।

মণিপুরে বিজেপি সরকারের পক্ষপাতিত্বমূলক ভূমিকা, বিশেষ করে সংখ্যালঘু খ্রিস্টান ও উপজাতিদের প্রতি চরম অবহেলা, পরিস্থিতিকে আরও ভয়াবহ করেছে।

প্রধানমন্ত্রী ৮০ দিন নীরব ছিলেন— একটিও বিবৃতি দেননি, একবারও সফর করেননি, একটিও সহানুভূতিপূর্ণ বাক্য পর্যন্ত বলেননি।

৪. নারী-নির্যাতন জাতির সম্মিলিত লজ্জা

আমি একজন ভারতীয় হিসেবে আজ কথা বলছি— যে ভিডিওতে দুই উপজাতি নারীকে নগ্ন করে হাঁটানো, নির্যাতন ও সংঘবদ্ধ ধর্ষণের দৃশ্য দেখা গেছে— তা জাতির বিবেককে নাড়িয়ে দিয়েছিল।

কিন্তু জানেন কি, FIR নথিভুক্ত হওয়ার পর ৭৭ দিন পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি?

এটি শুধু অপরাধ নয়— এটি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সংঘটিত নৃশংসতা। জাতিসংঘ, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, হিউম্যান রাইটস ওয়াচ— সকলেই ভারতের এই প্রতিক্রিয়াকে 'ধীর', 'রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত' ও 'অত্যন্ত পক্ষপাতদুষ্ট' বলে অভিহিত করেছে।

৫. সংখ্যালঘু অধিকার হুমকির মুখে

- কুকি-জো খ্রিস্টান সংখ্যালঘুদের ওপর প্রায় জাতিগত নিধন চলেছে।
- ২০০-র বেশি গির্জা পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।
- সংখ্যালঘু অফিসার ও ছাত্রদের লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়েছে।
- ক্যাম্পে থাকা মানুষদের ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়নি।

ক্যামব্রিজ হিউম্যান রাইটস রিভিউ বলেছে, 'মণিপুরে সরকারের প্রতিক্রিয়ায় কাঠামোগত পক্ষপাত ও সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সহিংসতার ক্ষেত্রে বিচারহীনতার নিদর্শন দেখা গেছে।'

৬. প্রতিবেদন উপেক্ষিত, সংবাদমাধ্যমের কণ্ঠরোধ

এই সরকার সকল সতর্কবার্তা উপেক্ষা করেছে,

- ন্যায়মূর্তি অজয় লাম্বা কমিটির রিপোর্ট পুলিশের প্রাথমিক ব্যর্থতার কথা বলেছে।
- সংসদের স্থায়ী কমিটি (হোম অ্যাফেয়ার্স) বলেছে, কেন্দ্র হস্তক্ষেপে দেরি করেছে।
- জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।
- জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিনিধি ভারতের কাছে প্রতিবেদন পাঠিয়েছেন।

কিন্তু সরকার কী করেছে? যেসব মানুষ প্রতিবাদ করেছে, তাদের 'দেশদ্রোহী' তকমা, সাংবাদিকদের বাধা, ছাত্রদের গ্রেফতার করেছে, কর্মীদের বিরুদ্ধে ED ও CBI লেলিয়ে দিয়েছে। এটা কি গণতন্ত্র, না কর্তৃত্ববাদ?

৭. সংসদের অপমান

প্রধানমন্ত্রী এই সংসদে একবারও মণিপুর ইস্যুতে মুখ খোলেননি। বিদেশে দুর্ঘটনার জন্য ট্যুইট করেন, কিন্তু নিজের দেশের উপজাতিদের জন্য একটিও শব্দ বলেন না।

এমনকী মণিপুর থেকে নির্বাচিত বিজেপি-র সাংসদ আর কে রঞ্জন সিং নিজেই বলেছেন— 'তার বাড়ি পুড়ে গেল, কিন্তু সরকার কোনও সাহায্য করেনি।' এটাই কি আপনার 'ডবল ইঞ্জিন সরকার?' ডবল নিষ্ঠুরতা, ডবল ব্যর্থতা?

৮. রাষ্ট্রপতির শাসন বাস্তবে একটি ঢাকনা

আপনারা এখন রাষ্ট্রপতির শাসন বাড়াতে চাইছেন। কেন? কারণ আপনাদের সাহস নেই নির্বাচন করানোর। কারণ আপনাদের কোনও শান্তির পরিকল্পনা নেই। কারণ আপনারা নিজের ব্যর্থতা ঢাকতে চাইছেন।

Ashoka University Conflict Monitoring Report (এপ্রিল ২০২৫) দেখিয়েছে, রাষ্ট্রপতির শাসনের সময় সহিংসতা বরং বেড়েছে।

আইনের শাসন ফেরেনি— এসেছে শুধুই নিস্তব্ধতা।

৯. আমাদের দাবি

আমি এই সংসদে স্পষ্ট ও সংবিধানসম্মত কিছু দাবি জানাচ্ছি—

১. ৩৫৬ ধারা অনির্দিষ্টকাল বাড়ানো বন্ধ করুন। ৩ মাসের মধ্যে বিধানসভা নির্বাচন দিন।
২. সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে বিশেষ তদন্ত দল (SIT) গঠন করে নারী ও সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে অপরাধের তদন্ত করুন।
৩. নিরপেক্ষ শান্তিরক্ষী বাহিনী (CRPF/Army) মোতায়েন করুন— রাজ্য পুলিশের নিয়ন্ত্রণে নয়।
৪. গোয়েন্দা ব্যর্থতা ও কেন্দ্রের প্রতিক্রিয়া নিয়ে শ্বেতপত্র (White Paper) প্রকাশ করুন।
৫. গণমাধ্যমকে পূর্ণ প্রবেশাধিকার দিন— জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে।
৬. সহমর্মিতা, ন্যায়বিচার ও পুনর্বাসনের ভিত্তিতে পার্লামেন্টারি রিকনসিলিয়েশন রেজোলিউশন পাশ করুন।
১০. শেষ কথা— মণিপুর ভারতেরই অংশ।

মণিপুর কোনও দূরবর্তী রাজ্য নয় — এটি ভারতেরই অঙ্গ, এটি ভারতবর্ষেরই হৃদয়।

যখন ইম্ফলের এক শিশু ক্যাম্পে ক্ষুধায় কাঁদে— সেটি আমাদের লজ্জা।

যখন একজন উপজাতি মা তার ধর্ষিতা কন্যার জন্য কান্না করে— সেটি আমাদের ব্যর্থতা। যখন সংখ্যালঘুরা সংবিধানের ওপর আস্থা হারায়— তখন গণতন্ত্রও মৃত্যুবরণ করে।

প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন— 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ।' কিন্তু মণিপুরে দেখেছি— 'কিছুর সাথ, অনেকের সর্বনাশ।' এটা সংবিধানের ভারত নয়। এটা ড. বি আর আম্বেদকরের স্বপ্নের ভারত নয়। এটা বারাসত, বাংলা বা মণিপুরের মানুষের প্রাপ্য ভারত নয়।

আমরা মণিপুরে ৩৫৬ ধারা বৃদ্ধির তীব্র বিরোধিতা করছি। আমরা সংবিধান, নারীর সম্মান, ধর্মনিরপেক্ষতা ও মানবাধিকারের নামে।এই ব্যর্থতাকে প্রত্যাখ্যান করছি।

মণিপুর আবার বাঁচুক— মর্যাদা, শান্তি ও গণতন্ত্র নিয়ে। জয় হিন্দ। জয় ভারত।

রিজেন্ট পার্ক থানা এলাকায় দাসানি স্টুডিওর কাছে টানা বৃষ্টিতে ভেঙে পড়ল শতাব্দীপ্রাচীন বাড়ির একাংশ। হতাহতের কোনও খবর নেই

আয়কর নোটিশ, বিজেপির নতুন চক্রান্তের শিকার পুজো উদ্যোক্তারা

প্রতিবেদন : বাংলা বিরোধী বিজেপির নতুন চক্রান্তের শিকার রাজ্যের পুজো উদ্যোক্তারা। উৎসবের মুখে তাদের কাছে পৌঁছেছে ইনকাম ট্যাক্সের নোটিশ। যা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার তথা বিজেপির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিল কলকাতার পুজো উদ্যোক্তাদের সংগঠন 'ফোরাম ফর দুর্গোৎসব'। বৃহস্পতিবার নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে পুজো কমিটিগুলির সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকে ফোরামের সাধারণ সম্পাদক শাশ্বত বসু সাফ জানিয়ে দেন, দুর্গাপুজো শুধু ধর্মীয় উৎসব নয়—এর সঙ্গে জড়িয়ে প্রায় ৮০ হাজার কোটি টাকার অর্থনীতি। গোটা বাংলায় ৪৩ হাজার দুর্গাপুজো হয়, যার সঙ্গে যুক্ত অন্তত ২০ থেকে ২৫ লক্ষ মানুষ। পরিবার হিসেবে দেখলে প্রায় এক কোটি মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। এটা বাংলার কাজ, বাংলার উৎসব, বাংলার জীবনযাত্রার অঙ্গ।

এদিন নাম না-করে বিজেপির বিরুদ্ধে কটাক্ষ করে শাশ্বত বলেন, কেউ কেউ বলেন বাংলায় নাকি দুর্গাপুজো হয় না! আবার ক'দিন আগে কেউ এসে বলে গেলেন 'জয় মা দুর্গা'। আগে দুর্গাটা ঠিক করে বলতে শিখুন। বাঙালি তো ঘ মানে বোঝে 'ঘা'। আপনারা তো বাঙালিকে ঘা দিয়েছেন—পুজোর আগে পুজো কমিটিগুলোকে ইনকাম ট্যাক্সের নোটিশ পাঠিয়ে। এভাবে বাংলার দুর্গাপুজোকে ছোট করার চেষ্টা করবেন না। মঞ্চে দাঁড়িয়ে এই বক্তব্যকে সমর্থন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর মন্তব্য, আমি শাশ্বতর সঙ্গে একমত। অনেকেই বলে এখানে নাকি দুর্গাপুজো করতে দেওয়া হয় না। পুজোয় কেন সাহায্য করা হচ্ছে, তা নিয়ে কোর্টে চলে যায়। পুজো একটা উৎসব, আর এই পুজোয় কত শ্রমজীবী মানুষ কাজের সুযোগ পান, উপার্জন করেন—ওরা সেটা বোঝে না। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, আমাদের রাজ্যে দুর্গাপুজো শুধু ধর্মের নয়, এই উৎসব আমাদের অর্থনীতির চালিকাশক্তি। একজন প্রতিমাশিল্পী থেকে খাবারের দোকানদার, আলো-সজ্জার কারিগর থেকে নিরাপত্তারক্ষী—সকলের রুজিরুটি জড়িয়ে এই পুজোর সঙ্গে। পুজোয় উৎসবের আবহেই মুখ্যমন্ত্রী ও ফোরামের বার্তা—বাংলার সংস্কৃতিকে নিয়ে কোনও 'ঘা' চলবে না।

৭ অগাস্ট প্রকাশিত হবে জয়েন্টের ফল

সোনালী চক্রবর্তী বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রতিবেদন : সুপ্রিম কোর্টে ওবিসি মামলার জটের জন্য আটকে ছিল জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের ফল প্রকাশ। বৃহস্পতিবার বোর্ডের চেয়ারপার্সন সোনালি চক্রবর্তী বন্দ্যোপাধ্যায় ফলপ্রকাশের দিন প্রকাশ্যে আনলেন। আগামী ৭ অগাস্ট রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের ফল প্রকাশ করা হবে। প্রসঙ্গত, ওইদিন স্নাতকস্তরে ভর্তির প্রথম পর্যায়ের ফল প্রকাশও হবে। এদিন সোনালিদেবী জানান, এতদিন ওবিসি মামলার জন্য ফল প্রকাশ করা যায়নি। তবে সুপ্রিম কোর্টের তরফে নির্দেশ মিলতেই প্রস্তুতি শুরু করেছে বোর্ড। আজ বৃহস্পতিবার, ৩১ জুলাই থেকে ২ অগাস্ট পর্যন্ত পরীক্ষার্থীরা বোর্ডের দেওয়া লিঙ্কে নিজেদের জাতিগত শংসাপত্র আপডেট করতে পারবেন। এরপর সেই আপডেটেড তথ্য নিয়েই বোর্ড ৭ অগাস্ট ফল প্রকাশ করবে। ইতিমধ্যেই এই নিয়ে প্রত্যেকটি পরীক্ষার্থীর কাছে এসএমএস পাঠিয়েছে রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ড।

উত্তরে কমলা সতর্কতা জারি

প্রতিবেদন : এবার বৃষ্টিতে দক্ষিণকে টেক্কা দিতে চলেছে উত্তর। পাহাড়ের জেলাগুলোতে ভারী থেকে অতি-ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। মূলত এর জেরেই গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে ঘূর্ণাবর্ত, নিম্নচাপ অক্ষরেখা এবং মৌসুমি অক্ষরেখার ত্রিফলা। উত্তরে শনিবার থেকে সোমবার ভারী থেকে অতি-ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা। বিক্ষিপ্তভাবে কোথাও ২০০ মিমি পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে। মঙ্গলবার বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা কমলেও ভারী বৃষ্টি চলবে। দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়িতে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। শুক্রবারের পর দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি কমবে। পরিষ্কার আকাশ, কখনও আংশিক মেঘলা আকাশ। দু'এক জায়গায় হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা। সোম-মঙ্গলবার পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা কম।

পাড়ায় সমাধান থেকে বন্যা একাধিক নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : শনিবার থেকে শুরু 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' কর্মসূচি। তার আগে বৃহস্পতিবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ জেলাশাসকদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করলেন। বৈঠকে মূলত তিনটি ইস্যুতে জোর দেওয়া হয়—ভিন রাজ্যে অত্যাচারিত রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকদের রাজ্যেই কর্মসংস্থান, বন্যা পরিস্থিতি, ডেঙ্গির প্রকোপ এবং আসন্ন পাড়াভিত্তিক পরিষেবা কর্মসূচি।

প্রথমদিকে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপর রাজ্যের মুখ্যসচিব বৈঠক চালিয়ে যান জেলাশাসকদের সঙ্গে। এই বৈঠকে জেলাশাসকদের তিনটি স্পষ্ট নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রথমত, ভিনরাজ্য থেকে অত্যাচারিত বা সমস্যায় পড়ে যাঁরা রাজ্যে ফিরছেন, সেই পরিযায়ী শ্রমিকদের যেন কোনওরকম খাওয়া-পরার অসুবিধা না হয়। জেলা প্রশাসনকে তাঁদের চিহ্নিত করে দ্রুত সহায়তা পৌঁছে দিতে বলা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ চলাকালীন একজন ন্যায্য ভোটারও যেন বাদ না পড়েন—এই বিষয়ে কড়া নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। জেলা প্রশাসনকে বলা হয়েছে, তৃণমূল বা বিরোধী—সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সমন্বয় রেখে যেন সুষ্ঠুভাবে এই কাজ সম্পন্ন হয়। তৃতীয়ত, যেসব জেলায় বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, সেখানে যেন সরকারি ত্রাণ ও পরিষেবা থেকে কেউ বঞ্চিত না হন। সীমান্তবর্তী ব্লকগুলির ক্ষেত্রে আরও বাড়তি নজরদারি রাখার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। জেলায় জেলায় কীভাবে 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' প্রকল্প কার্যকর হবে, কোথায় কোথায় ক্যাম্প বসবে, কোন দফতরের কী দায়িত্ব—তা নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়।

প্রতিটি পঞ্চায়েত ও পুর এলাকায় এই ক্যাম্প বসানোর নির্দেশ ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়েছে।

তবে শুধু এই কর্মসূচি নয়, বর্ষার মরশুমে ডেঙ্গি ও বন্যা নিয়েও বিশেষ সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে জেলা প্রশাসনকে। উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাসকে ঘিরে ফের একবার বন্যার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ ইতিমধ্যেই নির্দেশ দিয়েছেন, প্লাবনপ্রবণ এলাকাগুলিতে মানুষকে আগেভাগেই সরিয়ে আনার প্রস্তুতি রাখতে হবে। তিস্তা-সহ একাধিক নদীর জলস্তর বেড়ে যাওয়ার কারণে আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, দার্জিলিং, কালিম্পং, উত্তর দিনাজপুরে নজরদারি বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের সচিব দুষ্মন্ত নারিয়ালাকে এই বিষয়ে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। পর্যাপ্ত ত্রাণ মজুত রাখতে এবং বিপর্যয় মোকাবিলা সংস্থাকে তৈরি রাখতে হবে।

রাজ্যের বেশ কয়েকটি জেলায় ইতিমধ্যেই ডেঙ্গির প্রভাব বাড়ছে। বুধবারই ডেঙ্গি পরিস্থিতি নিয়ে মুখ্যসচিব পৃথক বৈঠক করেছিলেন। বৃহস্পতিবারের বৈঠকেও সেই প্রসঙ্গ ফের ওঠে। বিশেষ করে পুরসভাগুলিতে নিকাশি ব্যবস্থা, জঞ্জাল অপসারণ ও জল জমে থাকার জায়গাগুলিতে নজরদারি বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আজ বৈঠক

প্রতিবেদন : আজ, শুক্রবার রবীন্দ্রসদনে টেকনিশিয়ান ফেডারেশন এবং মামলাকারী পরিচালকদের সঙ্গে যৌথভাবে বৈঠকে বসবেন তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের সচিব। রাষ্ট্রপতির সফরের জেরে টলিপাড়ার জট ছাড়াতে ফেডারেশন-পরিচালক বৈঠক করা সম্ভব হয়নি বলে বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টে জানিয়েছে রাজ্য। ১১ অগাস্ট মামলার পরবর্তী শুনানিতে বৈঠকের ফলাফল জানিয়ে তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের সচিবকে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশও দিয়েছেন বিচারপতি। এদিকে, মামলায় ফেডারেশনকে সমর্থন জানিয়ে এদিন মামলাকারীদের তালিকা থেকে সরে দাঁড়ান পরিচালক-লেখক পারমিতা মুন্সিও।

মর্মান্তিক মৃত্যু

প্রতিবেদন : বড়রা যে-যার কাজে ব্যস্ত। একমনে খেলায় মত্ত একরত্তি। খেলতে খেলতেই কখন যে বছর দেড়েকের শিশুকন্যা প্রাণশী সরফ ডাইনিং টেবিলে উঠে গিয়েছে, কেউ খেয়ালই করেনি। হঠাৎ টেবিল থেকে মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ায় পরিবারের টনক নড়ে। দ্রুত তাকে উদ্ধার করে ইনস্টিটিউট অফ নিউরোসায়েন্সে নিয়ে গেলেও শেষরক্ষা হয়নি। বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা নাগাদ গিরিশ পার্কের মদন চ্যাটার্জি লেনের ঘটনায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই প্রাণ হারায় খুদে। গিরিশ পার্ক থানায় অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা দায়ের হয়েছে। কীভাবে ওই শিশুর মৃত্যু হল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

এআই দিয়ে গলা নকল, ভিডিও দিয়ে সচেতনতার বার্তা কলকাতা পুলিশের

প্রতিবেদন : এআই দিয়ে হয়কে নয়, নয়কে হয় করে দেওয়া যেতে পারে। ভয়েস ক্লোনিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রতারণা করা হচ্ছে। অমিতাভ বচ্চন ও মৌসুমি অভিনীত বিখ্যাত ছবির দৃশ্যে এআই দিয়ে কিশোরের কণ্ঠ নকল করে জুড়ে দিয়ে কলকাতা পুলিশ একটি ভিডিও পোস্ট করে সাবধানতার বার্তা দিচ্ছে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহার করে যে কোনও লোকের কণ্ঠস্বর খুব সহজেই হুবহু নকল করা যেতে পারে। সেটা ব্যবহার করেই প্রতারণার ফাঁদ পাতছে সাইবার প্রতারকরেরা। 'এআই ভয়েস ক্লোনিং' প্রযুক্তি কোনও ব্যক্তির কণ্ঠস্বর এতটাই নিখুঁতভাবে নকল করে যে আসল-নকল বোঝার উপায় থাকে না। বাড়ির মহিলা বা প্রবীণ সদস্যরাই বেশি ঠকছেন। ফোনের স্ক্রিনে ভেসে উঠছে পরিচিত ব্যক্তির নম্বর। ফোন তুললে সেই চেনা গলা। না বুঝে উত্তর দিয়ে ফেঁসে যাচ্ছেন। এতদিন ব্যাঙ্কের আধিকারিক বা সরকারি দফতরের উচ্চপদস্থ কর্তার পরিচয় দিয়ে প্রতারণা চলছিল কিন্তু এখন এআই দিয়ে নতুন ফাঁদ পাতা হচ্ছে। কলকাতা পুলিশের পোস্টে বলা হয়েছে, যদি আত্মীয় বা বন্ধুর ফোন আসে এবং টাকা পাঠানোর কথা বলে, তা হলে যাচাই করে নিতে হবে। টাকা পাঠানোর আগে ভিডিও কল করে যাচাই করে নিতে হবে তিনিই ফোনটি করেছিলেন কি না। ক্লোন-করা কণ্ঠস্বর কিছুটা যান্ত্রিক শোনাতে পারে। প্রতারকেরা সংক্ষিপ্ত ভয়েস ক্লিপ ব্যবহার করে বলে খুব অল্প সময়ের জন্য নির্দিষ্ট ব্যক্তির কণ্ঠস্বর শোনা যায়। তাই বারবার প্রশ্ন করতে হবে। কোনও ব্যক্তিগত তথ্য শেয়ার করা যাবে না। নিজের গলার আওয়াজ বা কোনওরকম ভয়েস রেকর্ড সমাজমাধ্যমে আপলোড না করাই শ্রেয়। সন্দেহজনক ফোন পেলে সাইবার ক্রাইম হেল্পলাইন ও প্রণাম হেল্পলাইনে রিপোর্ট করুন। ডায়াল করতে পারেন ১৯৩০ নম্বরে।

গদ্দারকে জয়বাংলা, সংবর্ধনা তৃণমূল কর্মীকে

সংবাদদাতা, আরামবাগ: ঠিক যেন জোঁকের মুখে নুন পড়ার মতো অবস্থা। গদ্দারকে দেখেই জয়বাংলা স্লোগান দিলেন এক তৃণমূল কর্মী। সেই স্লোগান শুনেই বেজায় চটলেন গদ্দার। মুখ বাঁচাতে রামচন্দ্রকে স্মরণ করলেও লাভের লাভ খুব একটা হল না। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ভিডিও শেয়ার করে রাজ্যের বিরোধী দলনেতাকে খোঁচা তৃণমূলের। ঘটনা থেকে স্পষ্ট, তৃণমূলকে ভয় পাচ্ছেন গদ্দার। এই নিয়ে শাসক শিবিরের খোঁচা, খুব ভয় পেয়েছেন, বাংলার মানুষের এমন রূপ আগে দেখেননি শুভেন্দু অধিকারী। 'জয়বাংলা' শুনলে গায়ে যেন ফোস্কা পড়ে। হুগলির পুরশুড়ায় গাড়ি থামিয়ে হিন্দু নাগরিককে রোহিঙ্গা-পাকিস্তানি বলছেন। প্রকাশ্যে হুমকি দিচ্ছেন। বাঙালির ভাষা, সংস্কৃতি,

আত্মপরিচয় ভুলিয়ে দিতে চাইছেন? দিন ঘনিয়ে আসছে, মুখ থুবড়ে পড়বেন। হুগলির পুরশুড়া বিধানসভার রাধানগরে কন্যাসুরক্ষা যাত্রা মিছিলে যাওয়ার সময় 'জয়বাংলা' স্লোগান দেন তৃণমূল সমর্থক শেখ মইদুল। স্লোগান শুনেই গাড়ি থেকে নেমে তেড়ে আসেন বিরোধী দলনেতা। ঠিক যেন ভূতের সামনে সরষে পোড়া। এদিন ঘটনার পর তৃণমূল কর্মী মইদুলের বাড়ি গিয়ে তাঁকে সংবর্ধনা দেন স্বপনকুমার নন্দী।

রাজ্য
1 August, 2025 • Friday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

এসএসকেএম হাসপাতালের জরুরি বিভাগের ডিসপ্লে বোর্ডে বৃহস্পতিবার আচমকা আগুন। ঘটনায় আতঙ্ক রোগীদের মধ্যে। হাসপাতালের ফায়ার ব্রিগেডের কর্মীরাই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন

মালদহ, মুর্শিদাবাদে নদী-ভাঙন ঠেকাতে ৬১০ কোটির প্রকল্প

বন্যা-পরিস্থিতি নিয়ে কেন্দ্র, ডিভিসি ও সিকিমকে তোপ সেচমন্ত্রী মানসের

প্রতিবেদন : কোনওরকম আগাম বার্তা না দিয়েই সিকিম সরকার জল ছেড়ে দেওয়ায় জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ির বিস্তীর্ণ অংশে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। তিস্তা বেয়ে কাদা, পাথর, গাছ ভেসে এসে নদীকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। একের পর এক হড়পা বান নামছে ডুয়ার্সে। যা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিলেন সেচমন্ত্রী ডাঃ মানস ভুঁইয়া। বৃহস্পতিবার জলসম্পদ ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে কেন্দ্র এবং সিকিম সরকারের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন তিনি।

তাঁর কথায়, সিকিম অবৈজ্ঞানিকভাবে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প করছে। কেন্দ্র কিছু বলছে না, আমরাও জানতে পারছি না। এটা ভয়ঙ্কর। ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান নিয়েও কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সুর চড়ান মানস। জানান, একবার নয়— বারবার অনুরোধ করা হলেও টাকা দিচ্ছে না কেন্দ্র। যেন কোনও ম্যাজিক ট্রিক দিয়ে

■ সাংবাদিক বৈঠকে সেচমন্ত্রী ডাঃ মানস ভুঁইয়া।

ঘাটালের পরিকল্পনা উড়িয়ে দিচ্ছে, মন্তব্য তাঁর। তবে হাল ছাড়েনি রাজ্য সরকার। মন্ত্রীর আশ্বাস, আমরাই রাজ্যের টাকা খরচ করে কাজ করছি। ২০২৭-এর মার্চের মধ্যে ঘাটালের রূপ বদলে যাবে।

এই পরিস্থিতিতে বিজেপি নেতাদের আক্রমণ করতেও ছাড়েননি মানস। বলেন, ওঁরা ঘাটাল বেড়াতে আসেন, একটা করে বেফাঁস মন্তব্য করে চলে যান। বাস্তবে কাজে কোনও আগ্রহ নেই। ডিভিসিকে সরাসরি কাঠগড়ায় তুলে মন্ত্রী বলেন, ওরা কোনও ড্রেজিং করছে না। জলধারণ ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। ফোন করি, ইমেল করি— কিছুই হচ্ছে না। তেনুঘাট, মাইথনের উপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ নেই। গত বছর হুগলি, হাওড়া, পূর্ব বর্ধমানে যা হয়েছিল, সেটা পুরোপুরি ডিভিসির জন্য। আর এখন আমাদের ঘাড়ে দোষ চাপানো হচ্ছে। তবে শুধু অভিযোগ নয়, নদী-ভাঙন রুখতে নতুন পদক্ষেপের কথাও জানান মানস। বলেন, মালদহ ও মুর্শিদাবাদের নদী ভাঙন ঠেকাতে ৬১০ কোটি টাকার প্রকল্প নেওয়া হয়েছে, যেখানে বিহার ও ঝাড়খণ্ড সরকারও যুক্ত থাকবে।

তৃণমূলের উপ-প্রধান খুনে যাবজ্জীবন সাজা ঘোষণা

■ সাংবাদিক বৈঠকে বারাসত পুলিশ জেলার এসপি পতিক্ষা ঝারখরিয়া।

সংবাদদাতা, বারাসত : পুলিশি তৎপরতায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা পেল রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত পঞ্চায়েত-প্রধান বিজন দাসের খুনি গৌতম দাস। বৃহস্পতিবার বারাসত আদালতের অতিরিক্ত জেলা-দায়রা বিচারক গার্গী ভট্টাচার্য হোসেন পঞ্চায়েত-প্রধান বিজন দাসের খুনে দোষী সাব্যস্ত হওয়া ব্যবসায়ী গৌতম দাসকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, ২৫০০০ টাকা জরিমানা এবং আগ্নেয়াস্ত্র মামলায় অতিরিক্ত পাঁচ বছরের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। গুমা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান, পরবর্তীতে উপ-প্রধান বিজন দাসের উপর গত বছরের ২৫ ফেব্রুয়ারি রাতে আচমকাই হামলা করা হয়। পরপর গুলি করে হত্যার অভিযোগ উঠেছিল এলাকারই জমি-ব্যবসায়ী গৌতম দাসের বিরুদ্ধে। গত মঙ্গলবার অভিযুক্ত গৌতম দাসকে দোষী সাব্যস্ত করে আদালত। আজ তাকে সাজা শোনান অতিরিক্ত জেলা-দায়রা বিচারক। এই প্রসঙ্গে বারাসত পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার পতিক্ষা ঝারখরিয়া জানান, এই মামলা অত্যন্ত কঠিন ছিল। আসামি বাংলাদেশ পালানোর চেষ্টায় ছিল। শেষে তাকে বাংলাদেশ সীমান্ত থেকেই গ্রেফতার করা হয়। পরবর্তীতেও নানা টেকনিক্যাল সমস্যা উতরে এই সাজা ঘোষণা।

■ বর্ষায় বৃক্ষরোপণ মেয়র ফিরহাদ হাকিমের। ইএম বাইপাসের ধারে ফুটপাথে বৃক্ষরোপণে মহানাগরিকের সঙ্গে মেয়র পরিষদ দেবাশিস কুমার, বরো চেয়ারম্যান অনিন্দ্য কিশোর রাউত, কাউন্সিলর শান্তিরঞ্জন কুন্ডু প্রমুখ।

স্কুলের উঠোনে ঘুরে বেড়াচ্ছে বাঘ ক্ষমা চাইলেন ভূগোলের শিক্ষক

সংবাদদাতা, বারাসত: স্কুলের উঠোনে ঘুরে বেড়াচ্ছে রয়েল বেঙ্গল টাইগার। তাও আবার একটা নয় তিন তিনটে। এই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা দত্তপুকুর কদম্বগাছি পঞ্চায়েত এলাকায় উলা কালসারা কাদরিয়া হাই মাদ্রাসার পড়ুয়াদের মধ্যে। এখন স্কুলে যেতেই ভয় পাচ্ছে তাঁরা।

■ বারাসতের স্কুলে বাঘ। ভাইরাল সেই ছবি।

তবে সত্যিই কি স্কুলে ঘুরে বেড়াচ্ছে বাঘ? বিষয়টি কিন্তু একেবারেই তা নয়। বাঘের এই আনাগোনা তৈরি করা এআই ব্যবহার করে। মাদ্রাসার ভূগোলের সহ-শিক্ষক মোহাম্মদ ইয়ামিন মল্লিক আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স ব্যবহার করে এই ভিডিও তৈরি করেছেন। কিন্তু নিজের ভুল বুঝতে পেরে পরে সেই ভিডিও ডিলিট করেন তিনি।

এই ভিডিও দেখার পরই অভিভাবকরা প্রধান শিক্ষককে ফোন করে বাঘের খোঁজ নেন। প্রধান শিক্ষক মনিরুল মল্লিক বলেন, ভিডিওটি ভূগোলের সহ-শিক্ষক মোহাম্মদ ইয়ামিন মল্লিক এআই-এর মাধ্যমে তৈরি করেছে। তবে কী উদ্দেশ্যে তিনি তৈরি করেছেন তা প্রতিষ্ঠানের কাছে স্পষ্ট নয়। অভিভাবকদের কাছে থেকে ফোন আসতেই ভূগোল শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলে ভিডিওটি ডিলিট করানো হয়েছে। ইয়ামিন মল্লিক বলেন, পাঠ্য বইয়ের থেকে বেরিয়ে সভ্যতার তালে তাল মিলিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের অবগত করার লক্ষ্যে এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে তিনটি বাঘ নিয়ে আসি প্রতিষ্ঠানের ফাঁকা বারান্দায় এবং ছাত্র-ছাত্রীদের বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম যে তারা যেগুলি সমাজ মাধ্যমে দেখছে তার সবকিছুই আদপে সত্য নয়। তবে এই প্রযুক্তি শিক্ষা বিলোতে গিয়েই আতঙ্ক ছড়িয়েছে এ-কারণে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। বিদ্যালয়ের কোথাও এ ধরনের বাঘ বা অন্য কোনও প্রাণীর উপদ্রব নেই। অভিভাবক ও গ্রামবাসীদের উদ্দেশ্যে বলেন, আতঙ্কে না থেকে বোঝার চেষ্টা করতে। পড়ুয়াদের পুনরায় স্কুলে পাঠাতে অনুরোধ জানান তিনি।

কোন্নগরে খুন, সিসিটিভি ফুটেজ দেখে তদন্তে পুলিশ

সংবাদদাতা, হুগলি : কোন্নগরে তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য পিন্টু চক্রবর্তী ওরফে মুন্নাকে কুপিয়ে খুনে এখনও অধরা মূল অভিযুক্ত দুষ্কৃতী। পঞ্চায়েত সদস্য হওয়ার পাশাপাশি কানাইপুর ব্যবসায়ী সমিতি ও একটি স্কুলের পরিচালন সমিতির সভাপতিও ছিলেন মৃত পিন্টু চক্রবর্তী। এলাকায় পরোপকারী হিসেবে পরিচিত তৃণমূলনেতার খুনের পর থেকেই এলাকায় শোকের ছায়া নেমেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, খুনের নেপথ্যে দুই দুষ্কৃতী রয়েছে। সিসি ফুটেজে খতিয়ে দেখে তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ। একটি গ্যাস গোডাউনের ঘটনাস্থল থেকে দুষ্কৃতীরা দিল্লি রোড দিয়ে পালিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। জেলা সভাপতি অরিন্দম গুঁইন বলেন, খুবই দুঃখজনক ঘটনা। ২০১১ সালে তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পরে কানাইপুর অঞ্চলে এরকম অপ্রীতিকর ঘটনা কখনও ঘটেনি। আস্থা আছে, পুলিশ দ্রুত দোষীদের ধরে শাস্তির ব্যবস্থা করবে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর তৃণমূলনেতা পিন্টু চক্রবর্তীর দেহ কলকাতায় ময়নাতদন্তের পর কানাইপুর নিয়ে আসা হয়। প্রথমে তাঁর মৃতদেহ ব্যবসায়ী সমিতির দফতরে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর পঞ্চায়েত দফতর হয়ে দেহ নিয়ে যাওয়া হয় তাঁর বাড়িতে।

ট্রেনের তলায় আগুন ফের মেট্রোয় বিভ্রাট

প্রতিবেদন : নিত্যযাত্রীদের কাছে ক্রমশ বিরক্তিকর হয়ে উঠছে শহরের লাইফলাইন কলকাতা মেট্রো। প্রায় প্রতিদিনই নিয়ম করে কোনও না কোনও সমস্যা হচ্ছে মেট্রো চলাচলে। ফলে হেনস্থার শিকার হচ্ছেন মেট্রো যাত্রীরা। বৃহস্পতিবার সকাল ৮.০৫ নাগাদ চাঁদনিচক স্টেশনে চলন্ত ট্রেনের তলায় আগুনের ফুলকি দেখা যায়। দক্ষিণেশ্বরগামী আপ মেট্রোয় দেখা গিয়েছিল সমস্যা। রেকের তলা থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন যাত্রীরা। বেশ কিছুক্ষণ পরিষেবা ব্যাহত হয়। রেকটিকে খালি করে কারশেডে নিয়ে যাওয়া হয়। ওই রেকের যাত্রীদের পরবর্তী মেট্রোয় পাঠানো হয়। ব্যস্ত সময়ে দুটি মেট্রোর মধ্যে অনেকটা সময়ের ব্যবধান থাকার ফলে সব স্টেশনে ভিড় বাড়ছিল।

■ লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্যোগে ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের সহযোগিতায় তিনদিনের আঙ্গিকভিত্তিক লোকশিল্পীদের কর্মশালা। কর্মশালার বিষয় ছিল শ্রীখোলের সঙ্গে বিভিন্ন লোক-আঙ্গিকের ফিউশন। অংশ নেন জেলার ৪৫ জন লোকশিল্পী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বরিষ্ঠ অপর অধিকর্তা কৌস্তুভ তরফদার, অতিরিক্ত জেলাশাসক সৌমেন পাল, তথ্য সংস্কৃতি আধিকারিক অনন্যা মজুমদার প্রমুখ।

গ্রেফতার বাংলাদেশি মডেল

প্রতিবেদন : কলকাতায় পুলিশের জালে বাংলাদেশি মহিলা। পেশায় মডেল ওই মহিলাকে বৃহস্পতিবার যাদবপুর থানা এলাকা থেকে গ্রেফতার করে পার্ক স্ট্রিট থানা। ধৃতের নাম শান্তা পাল। তাঁর কাছ থেকে মিলেছে ভারতের ভোটার কার্ড, রেশন কার্ড ও আধার কার্ড। এখন প্রশ্ন কীভাবে তাঁর কাছে এই সব নথি এল? সেগুলি আদৌ বৈধ কিনা তা জানতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে লালবাজার। অ্যাপ ক্যাবের ব্যবসা করতে গিয়ে পুলিশের জালে ধরা পড়েন ওই মহিলা। ২০২৩ সাল থেকে যাদবপুরের বিজয়গড়ে ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে থাকছিলেন। কিন্তু আলাদা আলাদা ঠিকানা ব্যবহার করতেন তিনি। শান্তা কিছুদিন আগে ঠাকুরপুকুর থানায় প্রতারণার অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। সেখানে অন্য ঠিকানা দিয়েছিলেন। বাংলাদেশের দুই নামী সংস্থার মডেল হিসেবে কাজ করেছেন তিনি। একাধিক সুন্দরী প্রতিযোগিতাতেও অংশগ্রহণ করেন। ধৃতের কাছ থেকে একাধিক বাংলাদেশি পাসপোর্ট, বাংলাদেশের দশম শ্রেণীর পরীক্ষার অ্যাডমিট ও বিমানসংস্থার আইডি কার্ড মিলেছে।

পুকুরে স্নান করতে গিয়ে মৃত্যু হল দু'জনের। বৃহস্পতিবার মালদহের ঘটনা। জানা গিয়েছে, পুকুর থেকে জল নেওয়ার জন্য মোটরের তার ছিল। তাতেই ঘটে বিপত্তি

অগাস্টেই চালু হবে গজলডোবা ব্রিজ ● সময়ের আগেই সম্পন্ন হবে কাজ

জেলায় জেলায় উন্নয়ন, তৈরি হচ্ছে সেতু-রাস্তা

■ মাথাভাঙায় রাস্তার সূচনায় উদয়ন গুহ, অভিজিৎ দে ভৌমিক।

■ গজলডোবা সেতুর কাজ চলছে জোরকদমে।

■ মালদহের তিন সেতুর সূচনায় তাজমুল হোসেন, আবদুর রহিম বক্সি।

ব্যুরো রিপোর্ট: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে রাজ্য জুড়ে চলছে উন্নয়নের কাজ। উত্তরের জেলায় জেলায় একইসঙ্গে হচ্ছে একাধিক উন্নয়ন কাজ। ১৫ অগাস্টের মধ্যেই তৈরি হয়ে যাচ্ছে গজলডোবা ব্রিজ। মালদহে তিনটি গ্রামীন সেতুর উদ্বোধন হয়ে গিয়েছে। এদিকে, কোচবিচারের মাথাভাঙায় তৈরি হচ্ছে পেভার্স ব্লকের রাস্তা। কাজের সূচনা করেছেন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। প্রসঙ্গত, গজলডোবা সেতু তৈরি হচ্ছে সেচদফতরের উদ্যোগে। জোরকদমে চলছে কাজ। ইতিমধ্যেই কাজ ঘুরে দেখেন বিধায়ক খগেশ্বর রায়। বিধায়ক জানিয়েছেন, বরাদ্দ সময় ছিল ১৪০ দিন, তবে সেই সময়ের আগেই কাজ শেষ করতে তৎপর হয়েছে সেচ দফতর ও নির্মাণ সংস্থা। সব ঠিকঠাক চললে আগামী ১৫ অগাস্ট স্বাধীনতা দিবসের দিন থেকেই পুনরায় যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হবে গজলডোবা সেতু, এমনটাই জানিয়েছেন রাজগঞ্জের বিধায়ক ও গজলডোবা উন্নয়ন বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান খগেশ্বর রায়। ২০২৩ সালের ভয়াবহ সিকিম দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেতুটি। ফলে দ্রুত সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দেয়। এই প্রেক্ষিতে রাজ্য সরকারের সেচ দপ্তর প্রায় ১ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করে এবং গত ২৭ এপ্রিল থেকে শুরু হয় সেতু সংস্কারের কাজ। সময়সীমা ধরা হয় ১৪০ দিন। তবে স্থানীয় ব্যবসায়ী ও পর্যটন নির্ভর মানুষদের সমস্যা মাথায় রেখে আগেভাগেই কাজ শেষ করতে জোর দেওয়া হয়।

শুধু জলপাইগুড়ি নয়, মালদহে তিনটি গ্রামীণ সেতুর উদ্বোধন হয়েছে। গাজোল-বামনগোলার টাঙ্গন নদীর বিভিন্ন খাঁড়ির ওপর ৫টি দুর্বল সংকীর্ণ সেতুর পরিবর্তে তিন লেনের স্থায়ী সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। সিন্দুর মুচি সেতু, অলতোর সেতু, সালুকা-১ সেতু, সালুকা-২ সেতু, সালুকা-৩ সেতু। ভার্চুয়াল উদ্বোধন করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিকে, কোচবিহারের মাথাভাঙায় ২ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২২০০ মিটার দৈর্ঘ্যের পেভার ব্লকের রাস্তা নির্মাণের সূচনা করেন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রোগী কল্যান সমিতির সদস্য অভিজিৎ দে ভৌমিক , গিরীন্দ্রনাথ বর্মনরা। মন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, গ্রামে এই রাস্তাটি গ্রামবাসীদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল। সেই দাবিকে মান্যতা দিয়েই তৈরি হবে রাস্তা। উপকৃত হবেন গ্রামের বাসিন্দারা।

হড়পা বানে বিপত্তি

■ হড়পা বানে তলিয়ে গেল বালিবোঝাই লরি। পরে উদ্ধার। বরাতজোরে রক্ষা পেলেন চালক ও খালাসি। ঘটনা মাল ব্লকের মাল নদী ও নেওড়া নদীর সঙ্গমস্থলে। বৃহস্পতিবার বিকেলে পশ্চিম দিক থেকে পূর্বদিকে নদী পার হচ্ছিল একটি বালি বোঝাই ট্রাক্টর। সেই সময় নদীতে জলস্তর তুলনামূলক কম থাকলেও, মাঝপথে আচমকা হড়পা বান এসে যায়। হু হু করে বাড়তে থাকে জলের স্রোত। প্রবল জলের ধাক্কায় উল্টে যায় ট্রাক্টরটি। তবে তৎপর চালক ও খালাসি কোনওক্রমে জলে লাফিয়ে সাঁতরে চড়ে উঠতে সক্ষম হন। জলস্তর কমে গেলে জেসিবি মেশিনের সাহায্যে ট্রাক্টরটি নদী থেকে উদ্ধার করেন।

হাতির হানা

■ গভীর রাতে হানা এক দল বুনো হাতির। ক্ষতিগ্রস্ত হল নাগরাকাটা ব্লকের ধরণীপুর কালিখোলা এলাকার সাতটি শ্রমিক পরিবার। ঘর ভাঙচুরের পাশাপাশি মজুত খাদ্যসামগ্রীও খেয়ে ফেলে হাতিটি। তবে বন দফতরের তৎপরতায় ফের বড়সড় বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের বিষয়েও ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে বনদফতর।

বিধায়কের উদ্যোগে হবে বাঁধনির্মাণ

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার: ভাঙন রোধে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি কেন্দ্র। বর্ষায় নদীর দুকূল ছাপিয়ে এলে ভাঙন রুখতে তৎপর ভূমিকা নেয় রাজ্য। একের পর এক বাঁধ তৈরি যার প্রমাণ। এক নম্বর ব্লকের চাকোয়াখেতি গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঁচকেলগুঁড়ি এলাকায় বয়ে যাওয়া কুরমাই নদী, গ্রামের মানুষের কাছে বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। এবারের বিধানসভার বর্ষাকালীন অধিবেশনে আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল এই গ্রামের মানুষের দাবী পেশ করেন। বিধায়ক এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ও সেচমন্ত্রীকে চিঠিও দেন। এর পরেই সেচ দফতর এই বাঁধ নির্মাণের জন্য আর্থ বরাদ্দ করে। বৃহস্পতিবার বিধায়ক ওই আর্থিক মঞ্জুরির চিঠি নিয়ে গ্রামের বাসিন্দাদের সঙ্গে দেখা করে বাঁধের জয়গা পরিদর্শন করেন। বিধায়ক জানান, এই গ্রামকে বাঁচাতে জরুরি ভিত্তিতে একটি বিশেষ পদ্ধতির বাঁধ নির্মাণের জন্য রাজ্য সেচ দফতর আর্থিক মঞ্জুরি দিয়েছে, খুব শীঘ্রই বাঁধ নির্মাণের কাজ শুরু হবে।

■ বাসিন্দাদের সঙ্গে বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল।

■ ২৮ অগাস্টের প্রস্তুতি সভা হল মালদহে। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্যসভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য। ছিলেন মন্ত্রী তাজমুল হোসেন, জেলা তৃণমূল সভাপতি আবদুর রহিম বক্সী, জেলা তৃণমূলের চেয়ারম্যান চৈতালী ঘোষ সরকার, জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ প্রমুখ।

সব পড়ুয়াই প্রথম বেঞ্চে, প্রাথমিক স্কুলে অভিনব ব্যবস্থা

আর্থিকা দত্ত ● জলপাইগুড়ি

চা-বাগানে ঘেরা উত্তরবঙ্গের প্রত্যন্ত একটি সরকারি স্কুলে রাজ্য সরকারের শিক্ষাক্ষেত্রে উদ্যোগ এখন রীতিমতো শিক্ষায় বিপ্লবের নজির। জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাট ব্লকের বানারহাট কলোনি প্রাথমিক বিদ্যালয় এখন শুধুমাত্র একটি সরকারি স্কুল নয়, বরং শিক্ষার ক্ষেত্রে এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। 'নো মোর ব্যাকবেঞ্চার' এই অনুপ্রেরণায় স্কুলে ক্লাসরুমে চালু হয়েছে অভিনব ইউ-শেপ বেঞ্চিং পদ্ধতি। শিক্ষার্থীরা এখন একসাথে বসছে শিক্ষককে ঘিরে, একেবারে সামনে থেকে পাঠ গ্রহণ করছে সকলে। প্রথম, শেষ বা মাঝের বেঞ্চ বলে কিছু নেই—সবার জন্যই এখন একটাই বেঞ্চ, ফার্স্ট বেঞ্চ। ফলে শিক্ষকের নজর পৌঁছচ্ছে প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর উপর, পড়াশোনায় আগ্রহ ও অংশগ্রহণ বেড়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে। জানা যায়, স্কুলটিতে ৯০ জন পড়ুয়ার জন্য রয়েছে পাঁচ জন শিক্ষক। স্কুলের প্রধান শিক্ষক নির্মল বসাক জানিয়েছেন, এই উদ্যোগে ছাত্রছাত্রীদের মনোযোগ অনেক বেড়েছে। আগের চেয়ে পড়াশোনায় বেশি আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। এমনকী অভিভাবকরাও এখন স্কুলে এসে সন্তানের অগ্রগতির খবর নিচ্ছেন নিয়মিত। এই স্কুলটিকে রাজ্য সরকার মডেল স্কুল হিসাবে উন্নীত করেছে। চলতি বছর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরবঙ্গ সফরের সময় শিলিগুড়ি থেকে এক প্রশাসনিক সভার মাধ্যমে এই মডেল স্কুলটির ভার্চুয়াল উদ্বোধন করেন। সেই থেকেই বদল শুরু। এই উদ্ভাবনী বেঞ্চিং পদ্ধতির পাশাপাশি স্কুলে আরও নানান পরিকাঠামোগত উন্নয়নও হয়েছে নতুন ভবন, সুদৃশ্য ক্লাসরুম, রঙিন দেওয়ালচিত্র, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ এবং শিশুদের উপযোগী আধুনিক টিচিং অ্যাডস। এই ধরনের উদ্যোগের ফলে উত্তরবঙ্গের সরকারি স্কুলগুলিও এখন বেসরকারি বিদ্যালয়গুলির সঙ্গে পাল্লা দিতে তৈরি।

■ বানারহাটের প্রত্যন্ত স্কুলে ইউ-শেপ বেঞ্চিং পদ্ধিতে খুশি পড়ুয়ারা।

আমার বাংলা

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

1 August, 2025 • Friday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

ঝাড়গ্রামে মুখ্যমন্ত্রীর আগমন ঘিরে উৎসাহ তুঙ্গে

■ প্রস্তুতিসভায় কর্মী-সমর্থকদের উপচে পড়া ভিড়। ডানদিকে, মঞ্চে দুলাল মুর্মু, বীরবাহা হাঁসদা, ড. খগেন্দ্রনাথ মাহাতো ও দেবনাথ হাঁসদা, চিন্ময়ী মারান্ডী, স্বপন পাত্র প্রমুখ।

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : ৬ অগাস্ট ঝাড়গ্রাম সফরে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলাভাষার মর্যাদা রক্ষায় এবং বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলিতে বাঙালিদের উপর চলা অত্যাচারের প্রতিবাদে এক পদযাত্রায় নেতৃত্ব দেবেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর এই কর্মসূচিকে ঘিরে জঙ্গলমহলে তৈরি হয়েছে প্রবল উৎসাহের পরিবেশ। তাঁকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত ঝাড়গ্রামের মানুষ। এই পদযাত্রাকে সফল করতে মঙ্গলবার ঝাড়গ্রাম শহরের ডিএম হলে একটি প্রস্তুতিসভার আয়োজন করা হয় জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে। সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলার চার বিধায়ক— দুলাল মুর্মু, বীরবাহা হাঁসদা, ড. খগেন্দ্রনাথ মাহাতো ও দেবনাথ হাঁসদা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি চিন্ময়ী মারান্ডী, জেলা পরিষদের মেন্টর স্বপন পাত্র প্রমুখ। প্রস্তুতিসভা ঘিরে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনা ও উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। মুখ্যমন্ত্রীর সফরকে কেন্দ্র করে গোটা ঝাড়গ্রাম শহর জুড়ে বাড়ছে নিরাপত্তা। পুলিশ ও প্রশাসনের পাশাপাশি তুমুল ব্যস্ত তৃণমূলের নেতা-কর্মীরাও।

বিজেপি বাহিনীর অত্যাচার রুখে দাঁড়ালেন তৃণমূল নেতা

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : এটা যোগীরাজ্য নয়! গরুবোঝাই গাড়ি আটকে তার চালক, খালাসিকে বেধড়ক মারধর করে বিজেপি নেতা পারিজাত গঙ্গোপাধ্যায় সহ বেশ কিছু কর্মী-সমর্থক। সঙ্গে সঙ্গে কোকওভেন থানায় লিখিত অভিযোগ করলেন তৃণমূল জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। বৃহস্পতিবার দুপুরে বাঁকুড়ার বড়জোড়ার হাট আশুরিয়া এলাকা থেকে একটি গরুবোঝাই পিকআপ ভ্যান দামোদের ব্যারেজ হয়ে দুর্গাপুরে ঢুকেছিল। দুর্গাপুরের গ্যামন ব্রিজ হয়ে জেমুয়ায় যাওয়ার কথা। তখনই গ্যামন ব্রিজ এলাকায় বিজেপি যুবনেতা পারিজাতের নেতৃত্বে কর্মী-সমর্থকরা গাড়িটি আটকায়। চালককে ঘাড় ধরে নামাতে দেখা যায় এবং গাড়িতে থাকা বেশ কয়েকজনকে লাঠিপেটা করতে দেখা যায়। হাত দড়ি দিয়ে বেঁধে মারধর করা হতে থাকে। গরুর পায়ের বাঁধন খুলে দিতেও দেখা যায়। মুহূর্তের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পারিজাতের অভিযোগ, গরুবোঝাই গাড়ির চালক খালাসির কাছে বৈধ কাগজ দেখতে চাই। দেখাতে পারেনি। তার প্রতিবাদ করেছি। এইভাবে গরুপাচার হচ্ছে। পাল্টা জেলা তৃণমূল সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলেন, আশুড়িয়া হাট থেকে জেমুয়া এলাকার কিছু চাষি গরু নিয়ে আসছিল। তাঁদের থামিয়ে মারধর করে বেশ কিছু দুষ্কৃতী। প্রত্যক্ষ মদত ছিল বিজেপির। বাংলায় এরকম অত্যাচার কেন হবে? আমরা থানায় অভিযোগ করলাম। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এই ঘটনায় যুক্তদের গ্রেফতার দাবি করেছি। না হলে আবার থানায় আসব।

■ হাত-পা বেঁধে এভাবেই অত্যাচার।

আতঙ্কে সুরাট থেকে পালিয়ে পিংলায় বাড়ি এলেন তিনজন

সংবাদদাতা, পিংলা : গুজরাতের সুরাটে কাজে গিয়ে বাংলাদেশি সন্দেহে নিগ্রহ করা হয়েছিল পিংলার ১৬ জন বাসিন্দাকে। বৃহস্পতিবার বিকেলে আতঙ্ক নিয়ে বাড়ি ফিরলেন তিন পরিযায়ী শ্রমিক। নাম বুদ্ধদেব বারিক, সন্দীপ মাজি এবং গণেশ মাজি। ওঁরা ফিরে আসায় পরিবারের সদস্যরা খুশি কিন্তু একই সঙ্গে প্রবল ক্ষুব্ধও। বাংলাদেশি সন্দেহে সুরাটে ১৬ জন পরিযায়ী শ্রমিককে হেনস্থা এবং বেধড়ক মারধর করেছিল গুজরাত পুলিশ। রাজ্য সরকারের দেওয়া হেল্প লাইনের নম্বরে ফোন করে থানা থেকে মুক্তি পান তাঁরা। তবে ভয় আর আতঙ্ক পিছু ছাড়ছিল না। তাই তার মধ্যে তিনজন ট্রেনে চেপে বৃহস্পতিবার বিকেলে বাড়ি ফিরে আসেন। ওঁরা আসায় দুশ্চিন্তা কাটল পরিবারের। বাকিরাও বাড়ি ফেরার মুখে।

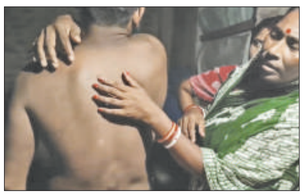

■ মারের দাগ দেখাচ্ছেন মা।

ক্যারাটে প্রতিযোগিতা

■ নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে ২৫ থেকে ২৭ জুলাই নবম আন্তর্জাতিক ক্যারাটে প্রতিযোগিতা 'ইন্ডিয়ান চ্যালেঞ্জার্স কাপ' হল। বিশ্বের সাতটি দেশ থেকে সাড়ে সাত হাজার অংশ নেয়। পুরো ব্যবস্থাপনায় প্রেমজিৎ সেন। অনুষ্ঠানে মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তীকে সংবর্ধিত করা হয়।

পড়া ফাঁকি দিতে গিয়ে বাক্সে বন্দি নাবালক, উদ্ধার পুলিশের

সংবাদদাতা, কালনা : টিউশন এড়াতে প্রায়ই লুকিয়ে থাকত কালনা ২ ব্লকের কুলেপাড়া রাজগঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র আর্য সাঁতরা। বুধবার সন্ধ্যাতেও তাই করে। স্টোর রুমে একটা বাক্সের ভেতর লুকোতে গিয়েই ঘটে বিপত্তি। বাক্সের ভেতর ঢুকতেই বাইরের লক আটকে যায়। ফলে সারারাত বাক্সের ভেতরই আটকে থাকে সে। এদিকে তাকে দেখতে না পেয়ে সারারাত হন্যে হয়ে খুঁজতে থাকে বাড়ির লোকজন। শেষে খবর যায় পুলিশে। বৃহস্পতিবার সকালে কালনা পুলিশের তৎপরতায় কুলেপাড়া গ্রামে বাড়ির গুদামে থাকা ছোট টিনের বাক্স থেকে অজ্ঞান অবস্থায় নাবালককে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য দ্রুত কালনা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আপাতত তার অবস্থা স্থিতিশীল।

বুধবার বিকেলে প্রাইভেট টিউশন পড়তে যাওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বেরোয়। রাত হয়ে গেলেও ফিরছে না দেখে মাস্টারমশাইকে ফোন করে বাড়ির লোকজন। তিনি জানান, আর্য পড়তেই যায়নি। এরপর খুঁজে না পেয়ে গভীর রাতে কালনা থানার দ্বারস্থ হয় পরিবার।

জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) রাজীবকুমার জানান, থানায় খবর আসার পর পুলিশের মোবাইল ভ্যান অফিসার এএসআই মলয় মণ্ডল, কনস্টেবল নজরুল ইসলাম, সুখেন্দু গণ, লোকাল ভিলেজ পুলিশ ও সিভিক ভলান্টিয়াররা বাড়ির চারপাশে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। অনেক খোঁজাখুঁজির পর বাড়ির পাশে তাঁদেরই একটি টিনের চালার ঘরে মাচায় রাখা টিনের বাক্স থেকে শিশুটিকে জ্ঞানহীন অবস্থায় উদ্ধার করা হয়।

■ এই বাক্সেই লুকিয়ে ছিল নাবালক।

কৃত্রিম উপগ্রহ নিসার-এর অভিযানে বাংলার কৌশিক

সংবাদদাতা, মেমারি : সৌরযান অভিযানে তাঁর ভূমিকা ছিল। চন্দ্রযান অভিযানেও। এবার ইসরো ও নাসার প্রথম যৌথ উদ্যোগে তৈরি কৃত্রিম উপগ্রহ 'নিসার' অভিযানেও ভূমিকা ছিল পূর্ব বর্ধমানের মেমারির মেলনা গ্রামের কৌশিক মণ্ডলের। কেরলের তিরুবনন্তপুরমে ইসরোর বিজ্ঞানী-ইঞ্জিনিয়ার পদে কর্মরত। ওঁকে ১০ দিন অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান মহাকাশকেন্দ্রে রেখেছিল ইসরো। সেখানে 'নিসার' অভিযানের তথ্য বিশ্লেষক দলের সদস্য ছিলেন। আর শ্রীহরিকোটায় কৃত্রিম উপগ্রহটিকে কক্ষপথে পাঠানো জন্যে যে দল গঠিত হয়েছিল, তারও সদস্য ছিলেন কৌশিক। কৌশিক জানান, কৃত্রিম উপগ্রহটি পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠের নিচে থাকা বিভিন্ন প্লেটের উচ্চমানের ছবি তুলে ইসরোতে পাঠাবে। সেগুলি বিশ্লেষণ করে হিমবাহ, ভূমিকম্প ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ পর্যবেক্ষণ করা যাবে। এ ছাড়াও বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ, কৃষি ব্যবস্থাপনাতেও 'নিসার' উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেবে। ভারতীয় মহাকাশযান 'আদিত্য-এল ওয়ান' সূর্যের কক্ষপথে পৌঁছল কি না, যে দলটি লক্ষ্য রেখেছিল, সেই দলের সদস্য ছিলেন কৌশিক। তাঁর দাবি, চন্দ্রযান-৩, সৌরযানের সাফল্য আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছে। ২০১৬ থেকে কৌশিক ইসরোর তিরুবনন্তপুরম কেন্দ্রের সদস্য। হাওড়ার শিবপুরে এম টেক করার সময়েই ইসরোতে যোগ দেন। তার আগে কাটোয়ার বিআইটিতে পলিটেকনিক ও বর্ধমানের ইউআইটি থেকে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক হন। স্থানীয় বনগ্রাম পরমানন্দ মিশন থেকে মাধ্যমিক। বাবা সাধনচন্দ্র মণ্ডলের ছোট মুদির দোকান ছিল। বলেন, মহাকাশ গবেষণায় যে সাফল্য আসছে, তা শুধু আমার ছেলে বা ইসরোর নয়, গোটা দেশের।

এটিএম ডাকাতি, ধৃত ২

সংবাদদাতা, রামনগর : রামনগরে এটিএম ডাকাতির ঘটনায় বড়সড় সাফল্য। হরিয়ানার দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল পূর্ব মেদিনীপুর জেলার রামনগর থানার পুলিশ। ধৃতেরা হল শাহরুখ খান ও ইয়ামিন আলি। বাড়ি হরিয়ানার নাহুন জেলায়। ১৪ মে রামনগর থানার বালিসাই এবং দেউলিহাট এলাকার দুটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের এটিএমে বড় ডাকাতি হয়। দুষ্কৃতীরা ৪০ লক্ষ টাকা লুট করে। পাণ্ডুয়া থেকে অপর একটি এটিএম ডাকাতির ঘটনায় হরিয়ানা থেকে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। সেই দুইজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে রামনগরের দুটি এটিএম ডাকাতির সঙ্গেও যুক্ত থাকার প্রমাণ পায় পুলিশ।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বৃহস্পতিবার আসানসোলের পুরপ্রধান অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে পুরকর্মীরা মশার উপদ্রব কমাতে ২০ হাজার গাপ্পি মাছ ছাড়লেন নিকাশি নালাগুলিতে। তিনি বলেন মশার ডিম, লার্ভা মারতে পুরসভার এই উদ্যোগ

দু’বছরেও মেলেনি উন্নয়নে বরাদ্দ, কেন্দ্রের মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে ক্ষুব্ধ জেলার ফুলচাষিরা

তুহিনশুভ্র আগুয়ান ● পাঁশকুড়া

পূর্ব মেদিনীপুর

প্রতিশ্রুতিই সার। দু’বছর হয়ে গেলেও উন্নয়ন প্রকল্পে কোনও বরাদ্দ না দেওয়ায় কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফুঁসছেন রাজ্যের ফুলচাষিরা। প্রায় দু’বছর আগে ফুলচাষের ক্ষেত্রে একগুচ্ছ উন্নয়নের জন্য ভারত সরকারের উদ্যান পালন পর্ষদ বাংলার দুটি জেলাকে বেছে নেয়। যার অন্যতম পূর্ব মেদিনীপুর। এই জেলার কোলাঘাট-পাঁশকুড়া থেকে ব্যাপক পরিমাণ ফুলের জোগান যায় গোটা রাজ্য জুড়ে। সেইমতো কেন্দ্রের কাছে যাবতীয় নথিপত্র জমা করে রাজ্য উদ্যান পালন দফতর। তারপর দু’বছর কেটে গেলেও সেই উন্নয়ন খাতে কোনও টাকা বরাদ্দ না হওয়ায় কেন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন জেলার ফুলচাষিরা। মূলত সেই সময় এই প্রকল্পে সরকারি উদ্যোগে এ রাজ্যের ফুলচাষিদের ভিনরাজ্যে নিয়ে গিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কথাও বলা হয়। বলা হয়, এর ফলে উন্নত মানের ফুল উৎপাদন করতে পারবেন চাষিরা। এছাড়াও ফুল চাষের পরিকাঠামোর জন্য সমস্ত সরকারি সহায়তার পাশাপাশি হিমঘর গড়ার কথাও

■ পাঁশকুড়ায় ফুলের চাষ।

জানানো হয়। সেইমতো যাবতীয় নথিপত্র সংগ্রহ করে কেন্দ্রের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দফতর। ২০২৩ সালে ওই দফতরের অধীন কেন্দ্রের উদ্যান পালন পর্ষদ পূর্ব মেদিনীপুরের একগুচ্ছ ফুলবাগান দফায় দফায় পরিদর্শন করে। কোলাঘাট, পাঁশকুড়ার বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে দেখেন আধিকারিকেরা। এলাকার ফুলচাষিদের কথা শুনে ওই এলাকা ফুলচাষের উপযুক্ত বলেও দাবি করেন কেন্দ্রের প্রতিনিধিরা। এই প্রকল্পের লক্ষ্য ছিল সুরক্ষিত উপায়ে উন্নত মানের ফুল উৎপাদন এবং তা সংগ্রহ করে প্রক্রিয়াজাতকরণ। পরে কেন্দ্রের কাছে এই সংক্রান্ত যাবতীয় নথি পাঠায় রাজ্যের উদ্যানপালন দফতর। কিন্তু কেন্দ্রের সেই প্রতিশ্রুতি এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। এলাকায় দীর্ঘদিনের হিমঘরের দাবিও বাস্তবায়িত হয়নি। দু’বছর কেটে গেলেও কেন্দ্রের তরফ থেকে কোনও সাড়া না মেলায় হতাশ ফুলচাষিরা। কেন্দ্রের দেওয়া প্রতিশ্রুতিকে ভাঁওতা বলে মনে করছেন তাঁরা। তাঁদের দাবি, দু’বছর আগে এই প্রকল্পের জন্য একাধিক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও এখনও পর্যন্ত তার কোনওটাই বাস্তবায়িত হয়নি। প্রকল্পের জন্য কেন্দ্রের তরফে কোনও অনুমতি পর্যন্ত আসেনি। উপযুক্ত ফুলচাষের পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও বারবার বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন এখানকার ফুলচাষিরা। সারা বাংলা ফুলচাষি ও ফুল ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক নারায়ণচন্দ্র নায়ক বলেন, আমরা চাই এ বিষয়ে কেন্দ্র অবিলম্বে পদক্ষেপ করুক। আমাদের এলাকায় ফুল চাষের যথেষ্ট পরিমাণ পরিবেশ এবং সম্ভাবনা রয়েছে। তা সত্ত্বেও এখানকার ফুলচাষিরা বারবার অবহেলিত হচ্ছেন।

বেসরকারি কারখানায় বিস্ফোরণ, জখম দুই

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : সগরভাঙার এক বেসরকারি ইস্পাত কারকখানায় কুলিং লাইনে ভয়ঙ্কর শব্দে বিস্ফোরণ হয় বৃহস্পতিবার। কারখানা লাগোয়া বস্তিতে আগুনের হলকা ও ছাই উড়ে যায়। সূত্রে জানা গিয়েছে, দু’জন আহত হয়েছেন। তবে কারখানা কর্তৃপক্ষ সূত্রে কোনও তথ্য মেলেনি। স্থানীয় বস্তিবাসীরা জানান, বিশাল শব্দে বিস্ফোরণ হয়। উড়ে যায় কুলিং লাইনের পাইপ। ছাই ও আগুনের হল্কা উড়ে পড়ে পাশের জনবসতিপূর্ণ বস্তিতে। স্থানীয়দের কথায়, এটা বেশি রাতে হলে প্রাণহানি ঘটতে পারত। মালিকপক্ষের অবহেলাতেই এমন দুর্ঘটনা। তৃণমূল নেতা স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, কারখানা মালিক গুরুত্ব দেন না পাশের জনবহুল বস্তির প্রতি। কিন্তু বারবার এমন ঘটনা সহ্য করা হবে না।

পুণেতে শ্রমিকের মৃত্যু

সোল : পুণেতে কাজ করতে গিয়ে পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুকে ঘিরে ঘনীভূত হচ্ছে রহস্য। মৃত শ্রমিকের পরিবার মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। ঘটনায় পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন রাজগঞ্জের তৃণমূল বিধায়ক খগেশ্বর রায়। প্রশাসনের পক্ষ থেকেও যথাযথ পদক্ষেপের আশ্বাস মিলেছে। জানা গিয়েছে, মৃত ওই শ্রমিকের নাম দীপু দাস (৩৪)। কাজের সময় ছাদ থেকে পড়ে দীপু মারা যান।

পুনর্বহাল ও চাকরির দাবিতে বিক্ষোভ

সংবাদদাতা, আসানসোল : ৫৫ জন শ্রমিককে কাজে পুনর্বহাল এবং স্থানীয়দের চাকরিতে নিয়োগের দাবিতে কুলটির চিনাকুড়িতে এক বেসরকারি কয়লাখনিতে বিক্ষোভ দেখান এলাকাবাসী। বৃহস্পতিবার সমস্ত গ্রাম কমিটির উদ্যোগে এই বিক্ষোভ চলে। অভিযোগ, এই কয়লাখনিতে আগে ৫৫ জন শ্রমিক কাজ করছিলেন। হঠাৎতাঁদের কাজ থেকে বসিয়ে দেন কর্তৃপক্ষ। তারই প্রতিবাদে কয়লাখনিতে বিক্ষোভ। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে ওই সব শ্রমিককে পুনরায় কাজে নিয়োগ করতে হবে। পাশাপাশি স্থানীয়দের চাকরি দিতে হবে।

মদের গাড়ির ধাক্কা

সংবাদদাতা, বর্ধমান : বর্ধমানের আলমগঞ্জ থেকে মদ নিয়ে ভাতারের বড়বেলুন যাওয়ার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি বাড়িতে ধাক্কা মারল ট্রাক। বর্ধমান রেল ব্রিজের বর্ধমান-কাটোয়া রোডের নিচে বাজেপ্রতাপপুরের এই ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, প্রতিদিন এখানে কাটোয়া, নবদ্বীপের বাস ধরতে বহু মানুষ দাঁড়িয়ে থাকেন। কিন্তু বৃহস্পতিবার সকাল থেকে একটানা বৃষ্টির জন্য মানুষজন না থাকায় বড়সড় বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া গিয়েছে। তবে হতাহতের ঘটনা না ঘটলেও ক্ষতি হয় মদ বোঝাই ট্রাকটির।

টেকনিশিয়ান পরিচয় দিয়ে সরকারি হাসপাতালের যন্ত্রাংশ চুরি করে ধৃত

সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর : নিজেকে চিকিৎসা-সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি মেরামতির টেকনিশিয়ান পরিচয় দিয়ে একের পর এক সরকারি হাসপাতালের যন্ত্রাংশ চুরি করেও শেষরক্ষা হল না। বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালে বেশ কিছু যন্ত্রাংশ চুরি করতেই বিভিন্ন সূত্র কাজে লাগিয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুর থেকে পেশাদার চোর সমীর মণ্ডলকে গ্রেফতার করল বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ। গত ৩ এপ্রিল বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালের তরফে থানায় চুরির অভিযোগ করে জানানো হয়, ১ এপ্রিল নিজেকে চিকিৎসা সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি মেরামতের টেকনিশিয়ান দাবি করে একজন স্ত্রী ও প্রসূতি বিভাগে অস্ত্রোপচারে ব্যবহৃত দামি দামি যন্ত্রাংশ চুরি করে গা-ঢাকা দিয়েছে। অভিযোগ পেয়ে নড়েচড়ে বসে বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ। তদন্তে নেমে বিভিন্ন সূত্র কাজে লাগিয়ে চোরের পরিচয় নিশ্চিত হতেই বুধবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুরের কাছে চৌহাটি রাজপুর বাজারে হানা দিয়ে ওই দুষ্কৃতী সমীরকে গ্রেফতার করে বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পারে, একসময় সে অপারেশন থিয়েটারে ব্যবহৃত ল্যাপারোস্কোপি যন্ত্র মেরামতির

■ ধৃতকে নিয়ে আদালতের পথে পুলিশ।

কাজ করত। সেই সুবাদে ওই যন্ত্র সম্পর্কে ভাল ধারণা রয়েছে তার। সম্প্রতি সেই কাজ ছেড়ে বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে ওই যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ চুরিতে হাত পাকায়। জিজ্ঞাসাবাদে ধৃত স্বীকার করে, বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালের আগে ডোমকল, ঝাড়গ্রাম, কালনা ও কান্দি এলাকার সরকারি হাসপাতালে একই কায়দায় সে অস্ত্রোপচারের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ চুরি করে বিক্রি করে দিয়েছে। জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মাকসুদ হাসান জানান, আর কেউ এই কাজে যুক্ত কিনা তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। আরও জিজ্ঞাসাবাদ চালাতে ধৃতকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হবে আদালতে।

শিশুর গলা কেটে খুনে দোষীর যাবজ্জীবন সাজা

সংবাদদাতা, কাঁথি : ৬ বছর আগে জুনপুট কোস্টাল থানার বাসিন্দা ২ বছরের শিশুর গলা কেটে খুনের ঘটনায় বৃহস্পতিবার দোষী অনুপ বরের যাবজ্জীবন সাজা ঘোষণা করলেন কাঁথি মহকুমা আদালতের অতিরিক্ত দায়রা বিচারক (ফাস্ট ট্র্যাক সেকেন্ড কোর্ট) নুরুজ্জামান আলি। যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডের পাশাপাশি পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও পাঁচ মাস জেলের নির্দেশ দেয় আদালত। জানা যায়, শিশুর গলা কেটে খুনের ঘটনা ২০১৯ সালের অক্টোবরে। অনুপ সেই সময় বিলাসপুরে একটি ইলেকট্রিকের দোকানে কাজ করত। গ্রামের গৃহবধূ শিবানী মাইতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয় তার। শিবানীর স্বামী কর্মসূত্রে ভুবনেশ্বরে থাকতেন। অনুপ ও শিবানী বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। কোনও কারণে দুজনের মনোমালিন্য হলে একদিন সন্ধ্যায় শিবানীকে বাইকে মন্দারমণি নিয়ে যাবে বলে বেরিয়ে ফাঁকা জায়গায় বাইক থামাতেই শিবানীর সন্দেহ হয়। আচমকা পকেট থেকে ছুরি বের করে অনুপ। আতঙ্কে পালানোর চেষ্টা করলে শিবানীর নাবালক পুত্রের গলা কেটে পা বেঁধে খালের জলে ফেলে দেয় অনুপ। চিৎকার-চেঁচামেচি শুনে স্থানীয়রা ছুটে এলে সে পালায়। পরে অনুপের নামে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে শিবানীর পরিবার। ৪৮ জন সাক্ষীর মধ্যে ৩৫ জনের সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে কাঁথি মহকুমা আদালতের বিচারক এদিন এই যাবজ্জীবন সাজা ঘোষণা করেন।

প্রশাসনের প্রস্তাবে সাড়া, নাবালিকা বিয়ের প্যান্ডেলে ডেকরেটরদের ‘না’

প্রতিবেদন : নাবালিকা বিয়ে রুখতে এবার পশ্চিম বর্ধমান জেলা প্রশাসনের পাশে এগিয়ে এলেন জেলার ডেকরেটরদের সংগঠনের প্রতিনিধিরা। নাবালিকা বিয়ের প্যান্ডেল না বানানোতে সায় দিয়ে সংগঠনের তরফে আরও জানানো হয়, কোনও ডেকরেটর সংস্থাই শিশুশ্রমিক নিয়োগ করবে না, এটাও নিশ্চিত করা হবে। আসানসোল রবীন্দ্রভবনে মঙ্গল ও বুধ দুদিন জেলা ডেকরেটর সংগঠনের জেলা সম্মেলনে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সংগঠনের ৬০০ জন-সহ অন্যান্য জেলার ১০৪ প্রতিনিধি। অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন ডিস্ট্রিক্ট চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির পক্ষে চাইল্ড প্রোটেকশন অফিসার-সহ একাধিক আধিকারিক। তাঁদের তরফে প্রোটেকশন অফিসার রাজকুমার মিশ্র জানান, ওই সম্মেলনে তাঁরা তিনটি নির্দিষ্ট প্রস্তাব দিয়েছিলেন ডেকরেটর

■ ইউনিসেফের সহযোগিতায় রাজ্যের উদ্যোগের ফাইল ছবি।

সংগঠনকে। তাঁদের বলা হয়েছিল, কোনও নাবালিকার বিয়ের অনুষ্ঠানে প্যান্ডেল তৈরির কাজ না করতে, নাবালিকা বিয়ের খোঁজ পেলে সঙ্গে সঙ্গে তা দফতরের টেলিফোন নম্বরে জানাতে আর শিশুশ্রমিকদের কোনও কাজে না লাগাতে। জেলা ডেকরেটর্স সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক উৎপল রায়চৌধুরী বলেন, তিনটি প্রস্তাবই আমরা গ্রহণ করে এই জেলার প্রত্যেক সদস্যকে জানিয়ে দিয়েছি। আমরাও নাবালিকা বিয়ের বিরোধী। হয়তো না জেনেই অনেকে নাবালিকার বিয়ের প্যান্ডেল তৈরি করেন। সেটা এখন থেকে করবেন না। সাধারণত আমাদের কোনও কাজে শিশুশ্রমিক ব্যবহার হয় না। তবু সেটাও জানিয়ে সতর্ক করা হয়েছে প্রত্যেককে। জেলার চাইল্ড প্রোটেকশন অফিসার জানান, গত বছর প্রথম ৬ মাসে বিভিন্ন সূত্রে খবর পেয়ে আমরা ৩৫ জন নাবালিকার বিয়ে ঠেকাতে পেরেছি। বিভিন্ন সংগঠন, সাধারণ মানুষ, পুলিশ-প্রশাসনের সহযোগিতায় ৩০ জুন পর্যন্ত ৩০ জন নাবালিকার বিয়ে বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে।

পশ্চিম বর্ধমান

আমার বাংলা

1 August, 2025 • Friday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

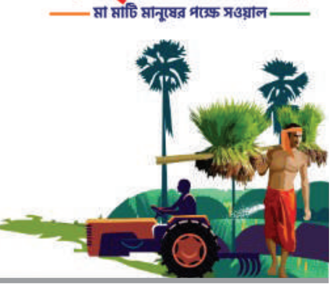

এবার এনআরসি নোটিশ কোচবিহারের মোমিনাকে

প্রতিবেদন : দিনহাটা, মাথাভাঙার পর এবার তুফানগঞ্জ। ফের বাংলার বাসিন্দার কাছে এসআরসি-র নোটিশ পাঠিয়ে চূড়ান্ত হেনস্থা অসম সরকারের। এবার তুফানগঞ্জের বাঁশরাজা এলাকার বাসিন্দা মোমিনা বিবির কাছে এল এনআরসি-র নোটিশ। জানা গিয়েছে, নোটিশটি অসমের ধুবুড়ি থেকে মোমিনা বিবির কাছে এসেছে। তুফানগঞ্জের বাসিন্দা হলেও তাঁর বিয়ে হয়েছিল অসমের আগমনি এলাকায়। প্রায় ৪৫ বছর আগে স্বামী জহির মিয়াকে নিয়ে তুফানগঞ্জে চলে আসেন মোমিনা বিবি। কিছুদিন পর বিবাহবিচ্ছেদের জেরে দ্বিতীয় বিয়ে করে সংসার পাতেন মোমিনা। বর্তমানে স্বামী ও ২ সন্তানের সঙ্গে তুফানগঞ্জে বসবাস করেন তিনি। কিন্তু গত একবছরে প্রায় তিনবার তাঁর কাছে এই নোটিশ এসেছে বলে জানা গিয়েছে। এই ঘটনা নিয়ে সরব হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। পশ্চিমবঙ্গের দীর্ঘদিনের বাসিন্দা হওয়া সত্ত্বেও ডবল ইঞ্জিন বিজেপি সরকারের এই হেনস্থার তীব্র নিন্দা করছে তৃণমূল। তুফানগঞ্জের শালবাড়িতে মোমিনা বিবির বাড়িতে গিয়ে কথাবার্তা বলেন দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। তিনি বলেন, সংখ্যালঘু পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর লাগাতার অত্যাচার চলছে। অসমের বিজেপি সরকার কোচবিহারকে 'টার্গেট' করেছে। ভোটে ফল খারাপ হবে বুঝেই এই চক্রান্ত শুরু করেছেন হিমন্ত বিশ্বশর্মা।

■ পাশে আছি। মোমিনা বিবিকে অভিজিৎ দে ভৌমিক।

বিএলওদের নির্দেশিকা দিল কমিশন

প্রতিবেদন : ১ অগাস্ট, ২০২৫ থেকে বিহার বাদে গোটা দেশজুড়ে শুরু হচ্ছে ভোটার তালিকা সংশোধনের বিশেষ অভিযান (এসআইআর)। ভোটার তালিকা সংশোধনের এই পর্বকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে মঙ্গলবার একগুচ্ছ কড়া নির্দেশ পাঠাল নির্বাচন কমিশন। বিএলও (বুথ লেভেল অফিসার) এবং সুপারভাইজারদের নিরবচ্ছিন্ন উপস্থিতি ও সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে রাজ্যগুলিকে শূন্যপদ পূরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, কোনও অবস্থাতেই এক বিএলওদের দায়িত্বে একাধিক ভোটকেন্দ্র থাকবে না। একজন সুপারভাইজারের অধীনে সর্বাধিক ১০টি ভোটকেন্দ্র রাখা যাবে। এর ব্যত্যয় হলে সংশ্লিষ্ট রাজ্য নির্বাচন দফতরকে জবাবদিহি করতে হবে। প্রয়োজনে অতিরিক্ত বিএলও নিয়োগ করতে হবে। কমিশনের নির্দেশ, যে সমস্ত ভোটকেন্দ্রে ভোটারের সংখ্যা ১২০০-র বেশি, সেগুলির পুনর্বিন্যাস করতে হবে অবিলম্বে। জনঘনত্ব অনুযায়ী নতুন ভোটকেন্দ্র তৈরি করতে হবে। এই সংক্রান্ত প্রস্তাব দ্রুত কমিশনের কাছে পাঠাতে হবে বলে জানানো হয়েছে।

শুধু প্রশাসন নয়, এই সংশোধন প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে কমিশন। সমস্ত স্বীকৃত রাজনৈতিক দলকে নিজেদের বিএলএ (বুথ লেভেল এজেন্ট)-দের দ্রুত নিয়োগ করে সংশ্লিষ্ট ভোটকেন্দ্রে নিয়মিত পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সংশোধন অভিযানে কোনও ভুল বা অসঙ্গতি ধরা পড়লে তা কমিশনের নজরে আনার দায়িত্ব থাকবে এই বিএলএদেরও। তবে রাজ্য সরকার এবং তৃণমূলের স্পষ্ট বক্তব্য, কমিশন যাই করুক না কেন, এ-রাজ্যে কোনও আসল ভোটারের নাম যেন বাদ না যায়।

ট্রেন বাতিল

■ একসঙ্গে ৪০টি ট্রেন বাতিল। ফের ভোগান্তির মুখে পড়লেন যাত্রীরা। অগাস্ট এবং সেপ্টেম্বর মাসে দেশজুড়ে বেশকিছু ট্রেন সাময়িক ভাবে বাতিল করা হয়েছে। মোট ৪০টি ট্রেনের তালিকা প্রকাশ করেছে রেল দফতর। সেই তালিকায় রয়েছে হাওড়া-রাধিকাপুর আপ এবং ডাউন, রাধিকাপুর-কলকাতা আপ এবং ডাউন। এই চারটি ট্রেনকেও বাতিল করা হয়েছে সাময়িক ভাবে। বিভিন্ন স্টেশনে নন-ইন্টারলকিং-এর কাজ চলছে। সেই কাজের জন্যই নির্দিষ্ট দিনগুলিতে এই ট্রেনগুলি বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

মাদক-সহ ধৃত ২

■ সেভকে নাকা চেকিংয়ে বিপুল মাদক-সহ দুই যুবক গ্রেফতার। বুধবার গভীর রাতে সেভকে পরিজাতনগর এলাকায় নাকা চেকিং চলাকালীন সেভক থানার ওসি এসআই তপনকুমার দাসের নেতৃত্বে পুলিশের টিম গোপন সূত্রের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বিপুল মাদক-সহ দুই যুবককে গ্রেফতার করে। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়, প্রচুর নিষিদ্ধ কফ সিরাপ ও মাদক।

মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণায় খুশি

(প্রথম পাতার পর)

বিশ্বকর্মা পুজো আর দুর্গাপুজোর চারদিন মাত্র পার্থক্য। রাজ্য পুলিশ কলকাতা পরিবেবা কমিশনারেটগুলো সমন্বয় রেখে কাজ করে করবে যাতে কোনও সমস্যা না হয়। জেলার পুজোগুলো খুব ভাল হয়, প্রত্যেকটা পুজো আমি দেখি। দারুণ পুজো করছে আজকাল। তাদেরও ভিড় বাড়ছে। জেলা পুলিশকে অনেকটা সামাল দিতে হয়। জেলার পুজোর থিম খুব ভাল।

বাসস্ট্যান্ড, ফেরিঘাট, রেলস্টেশন-সহ সব গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোকে চোখে চোখে রাখতে হবে। মোবাইল পেট্রোল টিম, কুইক রেসপন্স টিম, ড্রোন, সিসিটিভি, ওয়াচ টাওয়ার সব রাখতে হবে। কার কী কাজ স্পষ্ট করে বলে দিতে হবে। পুলিশ কন্ট্রোল রুম, ডিস্ট্রিক্ট কন্ট্রোল রুম, স্টেট কন্ট্রোল রুম সমস্ত তৈরি থাকবে। মুখ্যমন্ত্রীর সংযোজন, আমিও সারারাত জেগে পাহারা দিই। পুজোর দিনগুলোতে যাতে মেট্রো চলাচল আরও বেশি করে বাড়ানো হয়, ফ্রিকোয়েন্সি বাড়ানো হয় তার জন্য মুখ্যসচিবকে নির্দেশ দিয়েছি মেট্রো কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলার জন্য। বিসর্জনের সময় ঘাটগুলিতে ভাল করে আলোর বন্দোবস্ত এবং অন্যান্য ব্যবস্থা যাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে সেই নির্দেশও দিয়েছেন তিনি। যে কোনও এমারজেন্সি পরিস্থিতির জন্য পুলিশ প্রশাসনকে তৈরি থাকতে বলেছেন। এদিন কলকাতার পুজো কমিটিগুলি নেতাজি ইনডোরে সশরীরে হাজির থাকলেও জেলার পুজো কমিটির সদস্যরা ভার্চুয়ালি বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন।

এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সমস্ত ধর্মের গুরুরা। ছিলেন সুব্রত বক্সি, অরূপ বিশ্বাস, ফিরহাদ হাকিম, ইন্দ্রনীল সেন, দেবাশিস কুমার, অতীন ঘোষ-সহ প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা। এই মঞ্চেও বাংলা ভাষা ও বাঙালিদের প্রতি অত্যাচারের কথা মনে করিয়ে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যাঁরা ফিরে এসেছেন তাঁদের পুজোর সময় নতুন জামাকাপড়ের ব্যবস্থা যাতে ক্লাবগুলি এবং প্রশাসনের তরফে করা হয়। নাম না-করে খোঁচা দিয়েছেন বিজেপিকেও। রাজ্যে দুর্গাপুজো-সরস্বতী পুজো, লক্ষ্মীপুজো হয় না বলে যারা বলেছিল, তাদের ব্যঙ্গের স্বরে বলেছেন, এখানে সবাই সবটা জানে। ঘরে ঘরে সরস্বতী পুজো-লক্ষ্মীপুজো হয়।

স্বামী-সন্তানকে নিয়ে বাড়ি ফিরলেন সাজনুর

■ পরিবারের সঙ্গে সাজনুর। ধন্যবাদ জানালেন মুখ্যমন্ত্রীকে।

সংবাদদাতা, মালদহ: তৃণমূল ও প্রশাসনের সাহায্যে স্বামী-সন্তানকে নিয়ে বাড়ি ফিরলেন দিল্লিতে নিগৃহীত সাজনুর খাতুন। চোখে-মুখে তাঁর এখনও আতঙ্কের ছাপ। দিল্লি পুলিশের নির্মম অত্যাচারের কথা বলতে গিয়ে গলা বুজে এল সাজনুরের। জানিয়ে দিলেন আর ভিনরাজ্যে যাবেন না। পাশাপাশি ধন্যবাদ জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। বললেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্যই বাড়ি ফেরা সম্ভব হয়েছে। সবসময় পাশে থেকেছে তৃণমূল কংগ্রেস। বৃহস্পতিবার জেলা প্রশাসনের তরফে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে তাঁর ও পরিবারের সদস্যদের বাড়ি ফিরিয়ে আনা হয়। উপস্থিত ছিলেন চাঁচলের বিধায়ক নীহাররঞ্জন ঘোষ, মহকুমা শাসক শৌভিক মুখোপাধ্যায় এবং চাঁচল থানার আইসি পূর্ণেন্দু কুণ্ডু-সহ প্রশাসনের আধিকারিকরা। পরিবারের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে আপাতত বাড়ির পাশে পুলিশি প্রহরা থাকবে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। বিধায়ক নীহাররঞ্জন ঘোষ জানান, সরকার তাঁদের পাশে রয়েছে এবং বিধায়কের সম্মান ভাতা থেকে দেড় লক্ষ টাকা দিয়ে পাকা বাড়ি তৈরির সহায়তা করা হবে। সাজনুরের কথায় উঠে এসেছে দিল্লিতে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ অভিজ্ঞতা। তিনি অভিযোগ করে বলেন, পুলিশের পোশাকে কিছু লোক আমাদের মারধর করে টাকা নেয়। পরে থানায় নিয়ে গিয়ে জোর করে কাগজে সই করানো হয়।

এনবিএসটিসির আরও ছটি বাস

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার অধীনে রায়গঞ্জ ডিভিশনে ছয়টি সরকারি সিএনজি বাস উদ্বোধন হল বৃহস্পতিবার। এদিন এই ছয়টি বাসের উদ্বোধন করেন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার ভাইস চেয়ারম্যান তথা করণদিঘির বিধায়ক গৌতম পাল, রায়গঞ্জের পুর প্রশাসক সন্দীপ বিশ্বাস, তিলক চৌধুরী সহ অনেকেই। সবুজ পতাকা নেরে এদিন অত্যাধুনিক এই নতুন বাসগুলির যাত্রার সূচনা করা হয়। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় জানিয়েছেন, দ্বিতীয় ধাপে ১৪টি সিএনজি বাস পেয়েছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা। যার মধ্যে ছয়টি বাস প্রদান করা হল রায়গঞ্জ ডিভিশনে। বাসগুলি রায়গঞ্জ-শিলিগুড়ি এবং রায়গঞ্জ-বহরমপুর রুটে চলাচল করবে। সিসিটিভি, প্যানিক বাটন, সেন্সর সহ বিভিন্ন অত্যাধুনিক পরিষেবা রয়েছে এই বাসগুলিতে।

■ সূচনায় পার্থপ্রতিম রায়।

উত্তর সিকিমে ফের ধস

সংবাদদাতা, দার্জিলিং : ফের বৃহস্পতিবার উত্তর সিকিমের জ্যাংঙ্গো-তে ধস নামে। পাশাপাশি অতিরিক্ত বৃষ্টির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তিস্তা ব্রিজ। উত্তরের একাধিক এলাকায় এখনও সতর্কতা জারি রয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে প্রশাসনের তরফে নেওয়া হয়েছে ব্যবস্থা। একেই বৃষ্টি তার মধ্যে সিকিমে জল ছাড়ার কারণে বিপদসীমার ওপর বইছে তিস্তা। এই কারণেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তিস্তা সংলগ্ন এলাকা। ইতিমধ্যেই ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে ত্রাণও।

বদলে দিয়েছে বাংলার অর্থনীতি

(প্রথম পাতার পর)

অর্থনৈতিক উত্থান ব্যাখ্যা করলেন শহরের অন্যতম পুজো শিবমন্দির কমিটির সভাপতি তথা ফোরাম ফর দুর্গোৎসব-এর চেয়ারম্যান পার্থ ঘোষ। তাঁর কথায়, ধর্মের চেয়েও এখন দুর্গাপুজোর অর্থনৈতিক গুরুত্ব বেশি। পুজোয় ব্যবসা করে বাঙালিদের থেকেও অবাঙালিরা বেশি রোজগার করছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালের পর প্রচুর সুযোগ-সুবিধা করে দিয়েছেন। একটা সময় প্রশাসনিক চাপের জন্য পুজো করতে ভয় পেতাম। এখন চাপমুক্ত হয়ে পুজোর আয়োজন করি।

পার্থবাবুর আরও সংযোজন, প্রায় বিশ বছর আগে ২০০৬ সালে সারা ভারতে দুর্গাপুজোর অর্থনীতি ছিল মাত্র ৩০ হাজার কোটি টাকা। তার মধ্যে বাংলার ভাগ ছিল দশ হাজার কোটি টাকা। আমার পুজোর কথাই যদি ধরি, ২০০৬ সালে বাজেট ছিল সাড়ে ৩ লক্ষ টাকা। ২০২৫ সালে সেই পুজোর বাজেট ৬০ লক্ষ টাকা। স্পষ্টতই, পুজোর অর্থনৈতিক গুরুত্ব বছরের পর বছর বেড়েই চলেছে। ভিনরাজ্যের বড় ব্যবসায়ীরাও এখন বাংলায় আসছেন শুধুমাত্র পুজোয় ব্র্যান্ডিং করার জন্য। ব্র্যান্ডিং থেকেই এখন লক্ষ টাকা ওঠে। বাংলা তথা দেশের বাজারে দুর্গাপুজোর অর্থনৈতিক গুরুত্ব ঠিক কতটা, একবছর পুজো কোনও কারণে বন্ধ হলেই সেটা স্পষ্ট হয়ে যাবে। অর্থনীতি ধাক্কা খাবে।

নৃশংস, নির্মম। হাতের লেখা ভাল না হওয়ার শাস্তি হিসেবে তৃতীয় শ্রেণির পড়ুয়ার মোমবাতিতে হাত পুড়িয়ে দিলেন গৃহশিক্ষক। ভয়ঙ্কর এই ঘটনাটি ঘটেছে বিজেপির মুম্বইয়ের মালাড এলাকায়

দিল্লি দরবার

কলকাতা মেট্রোর দুরবস্থা

সংসদে প্রশ্ন তুললেন তৃণমূল সাংসদ মালা

প্রতিবেদন: কলকাতা মেট্রোর রক্ষণাবেক্ষণের প্রশ্নে লোকসভায় মোদি সরকারকে রীতিমতো চেপে ধরলেন দক্ষিণ কলকাতার তৃণমূল সাংসদ মালা রায়। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন রেলমন্ত্রকের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা। কবি সুভাষ স্টেশনের বিপত্তি কলকাতা মেট্রোর রক্ষণাবেক্ষণকে নিঃসন্দেহে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে এক বড় প্রশ্নচিহ্নের মুখে। এই আবহেই মালা রায় সংসদে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন রেখেছিলেন, গত ৫ বছরে কলকাতা মেট্রোর রক্ষণাবেক্ষণে কত টাকা খরচ করেছে কেন্দ্র? প্রতিটি ক্ষেত্রে খরচের আলাদা আলাদা তথ্য জানতে চান তৃণমূল সাংসদ। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, লিখিত জবাবে কিন্তু অনেক তথ্যই জানাতে পারেননি রেলমন্ত্রী। মেট্রোর বিভিন্ন স্টেশন, প্ল্যাটফর্ম, লাইন এবং শেডের জন্য ২৮ কোটি টাকা বরাদ্দের কথা জানালেও, কোনও আলাদা হিসেব দিতেই পারলেন না মন্ত্রী। এদিন সংসদের বাইরেও কলকাতা মেট্রোর রক্ষণাবেক্ষণে রেলমন্ত্রকের ভূমিকায় বৃহস্পতিবার রীতিমতো ক্ষোভপ্রকাশ করেন সাংসদ মালা রায়। রেক, ট্র্যাক, স্টেশন, শেড—কিছুরই যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেন তিনি। তাঁর দাবি, অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এই ত্রুটগুলো সংশোধন করতে হবে রেলমন্ত্রীকে। এদিকে রাইটসের সমীক্ষা রিপোর্ট চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে মেট্রো কর্তাদের মুখে। এক পদস্থ অফিসারের কথায়, আদিগঙ্গার উপর তৈরি প্রতিটি পিলারের স্থায়িত্বই প্রশ্নের মুখে। কবি সুভাষ থেকে গীতাঞ্জলির মাঝে বেশ কয়েকটি পিলারে চিড় ধরা পড়েছিল আগেই। কিন্তু বিষয়টা নিয়ে কেউ খুব একটা মাথা ঘামাতে চাননি। তারই ফল ভুগতে হচ্ছে সাধারণ যাত্রীদের।

বৃহস্পতিবারও মোদি সরকারের বিরুদ্ধে উত্তাল সংসদ

এসআইআর : তৃণমূলের নেতৃত্বে কমিশন ঘেরাও করবে ইন্ডিয়া

প্রতিবেদন : এসআইআর প্রত্যাহারের দাবিতে এবার আরও জোরদার আন্দোলন সংগঠিত হতে চলেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে আগামী সপ্তাহে দিল্লিতে জাতীয় নির্বাচন কমিশন ঘেরাও করবে ইন্ডিয়া জোট। আগামী সপ্তাহের বুধ বা বৃহস্পতিবার হতে পারে এই ঘেরাও-কর্মসূচি। নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে সহমত হয়েই বিরোধী শিবির এই ঘেরাও-কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিরোধীদের ফ্লোর নেতাদের বৈঠকে নির্বাচন কমিশন ঘেরাওয়ের প্রস্তাব আনেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন বৃহস্পতিবারও এসআইআর প্রত্যাহারের দাবিতে সংসদ উত্তাল করে রাখে বিরোধী শিবির। তৃণমূল সাংসদদের নেতৃত্বে সংসদ-চত্বরে বিক্ষোভ-কর্মসূচিও পালিত হয়। এদিন লোকসভা ও রাজ্যসভা— দুটি কক্ষেই এসআইআর ইস্যুতে সংসদীয় কক্ষে আলোচনার দাবি জানিয়ে একাধিক নোটিশ পেশ করেন তৃণমূল সাংসদরা। লোকসভায় মুলতুবি প্রস্তাব আনার দাবি জানিয়ে নোটিশ দেন তৃণমূলের ডেপুটি লিডার ডাঃ কাকলি ঘোষদস্তিদার। এই নোটিশ খারিজ করার পরে সংসদ-পরিসরে ধরনা দেন তৃণমূল সাংসদ-সহ বিরোধী শিবিরের প্রথম সারির সাংসদরা। ধরনায় ছিলেন সাংসদ মালা রায়, শতাব্দী রায়, মৌসম নুর, নাদিমুল হক, ডেরেক ও'ব্রায়েন, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিমা মণ্ডল, মিতালি বাগ, বাপি হালদার, দোলা সেন, সাগরিকা ঘোষ প্রমুখ। তাঁদের হাতে থাকা পোস্টারে লেখা ছিল, 'চুপি চুপি ভোটে কারচুপি বন্ধ করো'। কোনওভাবেই এই ইস্যুতে সুর নরম করবে না জানিয়ে তৃণমূল সাংসদ দোলা সেন বলেন, 'মোদি হ্যায় তো মুমকিন' হ্যায়— এটা চলতে দেব না আমরা। এসআইআরের নামে সরকারকে এনআরসি করতে দেব না। সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার কাড়তে দেব না।

এসআইআর-এর প্রতিবাদে তৃণমূল-সহ বিরোধীদের ধরনা।

মার্কিন শুল্ক নিয়ে কেন্দ্রকে নাস্তানাবুদ করল বিরোধীরা

প্রতিবেদন: দেশের উপর চাপিয়ে দেওয়া মার্কিন শুল্ক নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সাফাইকে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিল তৃণমূল-সহ বিরোধী শিবির। বিরোধীদের মতে, কেন্দ্র শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে চেষ্টা করছে। আসলে মোদি সরকারকে কোনও পাত্তা না দিয়েই একতরফা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। এর আগে অপারেশন সিঁদুরের সময়েও মার্কিন প্রেসিডেন্ট দাবি করেছিলেন যে তিনিই ভারত ও পাকিস্তানের যুদ্ধবিরতি করিয়েছেন। সেই দাবি সত্য না মিথ্যে তা নিয়ে সংসদে একটি শব্দও বলতে পারেননি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এর পরে আবার মার্কিন শুল্ক ঘোষণা মোদি সরকারের কফিনে নতুন পেরেক, দাবি বিরোধী শিবিরের। কেন্দ্রের হয়ে এদিন সংসদে সাফাই গাইতে উঠেছিলেন মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। কিন্তু তাঁর কথার মাঝেই লোকসভা ও রাজ্যসভায় ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তৃণমূল সাংসদরা। যোগ দেন বিরোধী শিবিরের সাংসদরাও। মার্কিন শুল্ক প্রসঙ্গে মোদি সরকারকে নিশানা করে তোপ দেগেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের লোকসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, মার্কিন শুল্ক ঘোষণার পরে প্রধানমন্ত্রী মোদির ছাতি ৫৬ থেকে কমে ৩৬ হয়ে গিয়েছে। বিরোধীদের বক্তব্য, আবারও মুখ পুড়েছে মোদি সরকারের। মার্কিন প্রেসিডেন্ট তাঁর বন্ধু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বিশেষ 'সখ্য'-র খাতিরেই ভারতের উপরে ২৫ শতাংশ মার্কিন শুল্ক ধার্য করেছেন। এর জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন এদেশের অগণিত ব্যবসায়ী, সাধারণ মানুষ। এই পরিস্থিতিতে বিরোধীদের চাপের মুখে পড়ে শুক্রবার লোকসভা ও রাজ্যসভাতে বিবৃতি দিলেও কোনও আশার কথা শোনাতে পারলেন না কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল।

ডিভিসি : মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ মেনে নিল কেন্দ্রীয় সরকার

প্রতিবেদন : দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন (ডিভিসি) এখনও পর্যন্ত দামোদর নদীতে কোনও ড্রেজিং কাজ চালায়নি। বৃহস্পতিবার লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ দীপক অধিকারীর এক লিখিত প্রশ্নের জবাবে স্বীকার করলেন কেন্দ্রীয় জলশক্তি রাষ্ট্রমন্ত্রী রাজ ভূষণ চৌধুরী। উল্লেখ্য, গত ২৯ জুলাই বীরভূমের প্রশাসনিক বৈঠক থেকে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছিলেন, শেষ ২০ বছরে ডিভিসি-র ড্রেজিং হয়নি। মুখ্যমন্ত্রীর সেই অভিযোগই কার্যত মেনে নিলেন কেন্দ্রীয় জলশক্তি রাষ্ট্রমন্ত্রী। তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ জানতে চেয়েছিলেন, গত পাঁচ বছরে জুন থেকে অগাস্ট মাস পর্যন্ত মাইথন এবং পাঞ্চেত বাঁধ থেকে জল ছাড়ার বিস্তারিত তথ্য কী? দামোদর নদীতে শেষ কবে ড্রেজিং করা হয়েছিল? দামোদর ভ্যালি রিভার বোর্ডে কি কোনও প্রতিনিধি আছেন এবং যদি থাকেন, তাহলে তার বিস্তারিত তথ্য কোথায়? যদি না থাকেন, তাহলে সেই বোর্ড পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাথে কীভাবে যোগাযোগ করে? মাইথন এবং পাঞ্চেত বাঁধ থেকে জল ছাড়ার বিস্তারিত তথ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, দামোদর ভ্যালি রিজার্ভার রেগুলেশন কমিটি (ডিভিআরআরসি), কেন্দ্রীয় জল কমিশন, ডিভিসি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং ঝাড়খণ্ড সরকারের সদস্যদের নিয়ে গঠিত। ডিভিআরআরসি সমস্ত অংশীদার যেমন ডিভিসি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং ঝাড়খণ্ড সরকারের সাথে যথাযথ পরামর্শের পর মাইথন এবং পাঞ্চেত বাঁধ থেকে জল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এদিকে, ২০২৫ সালে দু'দিন আগেই পাঞ্চেত ও মাইথন মিলিয়ে মোট ৩১ হাজার ৯০০ কিউসেক জল ছাড়া হয়েছিল। সব মিলিয়ে রাজ্যকে না জানিয়ে ডিভিসির একতরফা জল ছাড়ার সিদ্ধান্ত যে অনৈতিক, তা কার্যত মেনে নিল কেন্দ্র।

গেরুয়া নেতার অভব্যতা সংসদে সোচ্চার তৃণমূল

প্রতিবেদন : রাজ্যের বিরোধী দলনেতার অভব্যতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠল সংসদেও। বৃহস্পতিবার রাজ্যের বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র সংসদে মুলতুবি প্রস্তাব জমা দিলেন। পুরশুড়ার রাস্তায় এক তৃণমূল সমর্থকের সঙ্গে গদ্দারের 'জয় বাংলা বনাম জয় শ্রীরাম' 'বচসা' নিয়ে এবার দেশের সংসদে কথা উঠল। লোকসভায় জমা দেওয়া অভিযোগে মহুয়া মৈত্র লিখেছেন, একটি ভিডিওয় দেখা গিয়েছে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা এক স্থানীয় বাসিন্দাকে জয় বাংলা স্লোগান তোলার জন্য রীতিমতো হুমকি দিচ্ছেন। জয় বাংলা স্লোগান এই রাজ্যের সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক পরিচয়ের সঙ্গে যুক্ত। বিরোধী দলনেতার এই আচরণ আসলে সাধারণ মানুষের কণ্ঠরোধের নজির। সবথেকে বেশি আশঙ্কাজনক হচ্ছে বিরোধী দলনেতার নিরাপত্তারক্ষী বা কেন্দ্রীয় বাহিনীর সেই ব্যক্তির প্রতি আচরণ। তাঁরা গাড়ি থেকে নেমে ওই ব্যক্তিকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছেন।

এরপরেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে নিশানা করেন মহুয়া মৈত্র। তিনি বলেন এই কেন্দ্রীয় বাহিনী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের আওতাধীন। দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যেমন একদিকে মণিপুরের পরিস্থিতি সামাল দিতে ব্যর্থ, তেমনই দেশের সীমান্তকেও নিরাপদ রাখতে পারেননি। এদিকে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সাধারণ মানুষের প্রতি এমন আচরণেও কোনও পদক্ষেপ তিনি নেননি। তাই ওনার এই পদ ছেড়ে দেওয়া উচিত।

ফের এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে যান্ত্রিক ত্রুটি

প্রতিবেদন: অল্পের জন্য রক্ষা পেল এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান। আকাশে ওড়ার আগে একেবারে শেষমুহূর্তে ধরা পড়ল দিল্লি থেকে লন্ডনগামী বিমানের যান্ত্রিক ত্রুটি। রানওয়ে থেকেই ফিরিয়ে আনা হল এয়ার ইন্ডিয়ার এআই২০১৭ বিমানটিকে। বৃহস্পতিবার দুপুরের ঘটনা। আকাশে ওড়ার প্রস্তুতি সম্পূর্ণ। ১টা ২৫ মিনিট নাগাদ দিল্লি থেকে লন্ডনের উদ্দেশ্যে আকাশে ওড়ার কথা ছিল বোয়িং সংস্থার ওই বিমানের। ঠিক ওড়ার মুহূর্তেই বিমানটিতে যান্ত্রিক ত্রুটি নজরে পড়ে পাইলটদের। তাঁরা বিমানটি না ওড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন। এমনই দাবি এয়ার ইন্ডিয়ার। এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই যাত্রীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে উদ্বেগ-আতঙ্ক। প্রশ্ন ওঠে, এতকিছুর পরেও কেন শিক্ষা নিচ্ছে না বিমানসংস্থা? আমেদাবাদে লন্ডনগামী বিমান ভেঙে পড়ার পরেও কেন প্রয়োজনীয় সতর্কতা নেওয়া হচ্ছে না? লক্ষণীয়, গত সপ্তাহেও দিল্লি থেকে কলকাতাগামী একটি বিমান রানওয়েতে একই যান্ত্রিক সমস্যার মুখে পড়েছিল।

মালেগাঁও বিস্ফোরণ, বেকসুর খালাস সাধ্বী-সহ ৭

ঘুরে গেল তদন্তের মোড়?

প্রতিবেদন: বিজেপির অঙ্গুলিহেলনে ঘুরে গেল তদন্তের গতিপ্রকৃতি? সম্পূর্ণ অন্যদিকে মোড় নিল তদন্ত? মহারাষ্ট্রের মালেগাঁও বিস্ফোরণ মামলায় বেকসুর খালাস অভিযুক্তরা। সাধ্বী প্রজ্ঞা-সহ ৭ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ দিতে ব্যর্থ সরকার, জানাল এনআইএ আদালত। তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক মুখপাত্র কুণাল ঘোষের প্রতিক্রিয়া, তদন্তটা কী হয়েছে এবং আদালতের সামনে কী পেশ করা হয়েছে তা নিয়ে অবশ্যই আলোচনার অবকাশ রয়েছে। তদন্তকারী এজেন্সি যে শক্তির হাতে সেই একই শক্তির প্রতিনিধি যাঁরা ছাড়া পেলেন। ১৭ বছর পর আদালত জানাল, লেফটেন্যান্ট কর্নেল প্রসাদ পুরোহিতের বিরুদ্ধে বোমা বানানোর কোনও প্রমাণ মেলেনি এবং বিজেপির প্রাক্তন সাংসদ সাধ্বী প্রজ্ঞা ঠাকুরের বাইকেই বোমাটি রাখা হয়েছিল তারও কোনও প্রমাণ মেলেনি।

১২
১ অগাস্ট ২০২৫
শুক্রবার

দেশ বিদেশ

1 August, 2025 • Friday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অস্ট্রেলিয়ায় ১৬ বছরের কম বয়সিদের জন্য আগে থেকেই নিষিদ্ধ ছিল ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, স্ন্যাপচ্যাট প্রভৃতি। এখন থেকে সেই তালিকায় নাম জুড়ল ইউটিউবেরও। জানিয়েছে মার্কিন সংস্থা ব্লুমবার্গ

ভারতকে শুল্ক-হুঁশিয়ারি দেওয়ার পরই পাকিস্তানের সঙ্গে মার্কিন চুক্তি

তেল মজুত উন্নয়নের ঘোষণা ট্রাম্পের

প্রতিবেদন: শুক্রবারের মধ্যে বাণিজ্যিক চুক্তি না করলে ভারতের উপর ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপবে বলে ঘোষণা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আর তার ঠিক পরপরই তাঁর ঘোষণা, মার্কিন প্রশাসন পাকিস্তানের সঙ্গে একটি চুক্তি করেছে, যার অধীনে উভয় দেশ ইসলামাবাদের তেল মজুত উন্নয়নে একসাথে কাজ করবে। ট্রাম্প ট্রুথ সোশ্যালে একটি পোস্টে বলেছেন, আমরা সবেমাত্র পাকিস্তানের সাথে একটি চুক্তি সম্পন্ন করেছি, যার মাধ্যমে পাকিস্তান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের বিশাল তেল মজুত উন্নয়নে একসাথে কাজ করবে। ট্রাম্প আরও যোগ করেন, আমরা এই অংশীদারিত্বের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তেল কোম্পানি নির্বাচন করার প্রক্রিয়ায় আছি। কে জানে, হয়তো একদিন তারা ভারতেও তেল বিক্রি করবে!

তাৎপর্যপূর্ণভাবে ট্রাম্পের এই ঘোষণা এমন এক সময় এসেছে যখন তিনি ভারতের পণ্যের উপর ২৫% শুল্ক এবং রাশিয়ার তেল ও অস্ত্র কেনার জন্য ভারতের উপর 'একটি অনির্দিষ্ট জরিমানা' আরোপের ঘোষণা করেছেন। ট্রুথ

সোশ্যালে পোস্ট করে ট্রাম্প জানান, এই ব্যবস্থাগুলি ১ অগাস্ট থেকে কার্যকর হবে। মার্কিন প্রেসিডেন্টের অভিযোগ, তারা সবসময় তাদের সামরিক সরঞ্জামের বেশিরভাগই রাশিয়া থেকে কিনেছে। পাশাপাশি চিন-সহ রাশিয়ার সবচেয়ে বড় জ্বালানি ক্রেতা ভারতই। ট্রাম্পের ব্যাখ্যা, রাশিয়ার জন্যই যুদ্ধ থামছে না। ইউক্রেনে আগে হত্যালীলা বন্ধ করুক মস্কো। তা না হলে রাশিয়া থেকে যারা তেল কিনছে তাদেরও খেসারত দিতে হবে।

এদিকে পাকিস্তানের সঙ্গে নতুন চুক্তির যে ঘোষণা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প করেছেন তার আগে মার্কিন বিদেশমন্ত্রী মার্কো রুবিও পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী ইসহাক দারের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বৈঠক করেন। বৈঠকের পর দার বলেছিলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে একটি বাণিজ্য চুক্তি 'খুব কাছাকাছি' আছে। দার এবং রুবিও গুরুত্বপূর্ণ খনিজ ও খনিজ শিল্পে বাণিজ্য ও সম্পর্ক সম্প্রসারণ নিয়ে আলোচনা করেন। রয়টার্সের খবর অনুযায়ী, দার ছাড়াও অন্য পাকিস্তানি কর্মকর্তারা সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে বাণিজ্য আলোচনা করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লাগাতার সফর করেন। মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধির ওয়েবসাইট অনুসারে, ২০২৪ সালে পাকিস্তানের সাথে আমেরিকার মোট পণ্য বাণিজ্য ৭.৩ বিলিয়ন ডলার অনুমান করা হয়েছে, যা ২০২৩ সালের প্রায় ৬.৯ বিলিয়ন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে। তথ্য দেখা যাচ্ছে যে ২০২৪ সালে পাকিস্তানের সাথে মার্কিন পণ্য বাণিজ্য ঘাটতি ছিল ৩ বিলিয়ন ডলার, যা ২০২৩ সালের তুলনায় ৫.২% বৃদ্ধি পেয়েছে।

চট্টগ্রাম যুববিদ্রোহ স্মরণে

বিপ্লবীদের জন্য বিশেষ গ্যালারি নেই কেন আন্দামান সেলুলারে?

প্রতিবেদন: চট্টগ্রামের যুববিদ্রোহের যে ১৭ জন বিপ্লবীকে আন্দামান সেলুলার জেলে বন্দি রাখা হয়েছিল তাঁদের গৌরবগাথা তুলে ধরতে কোনও বিশেষ গ্যালারি নেই কেন? কেন এই বাঙালি বিপ্লবীদের অবদানকে উপেক্ষা করছে মোদি সরকার? সংসদে এই প্রশ্ন তুললেন রাজ্যসভার তৃণমূল সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর প্রশ্ন ছিল, বাংলা তথা ভারতের এই বীর সন্তানদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে কোনও বিশেষ ডিসপ্লে গ্যালারি নির্মাণের পরিকল্পনা আছে কি কেন্দ্রের? যদি তা থাকে তবে বিস্তারিতভাবে জানানো হোক সেই তথ্য। আর যদি এই রকম কোনও পরিকল্পনা না থেকে থাকে তবে তার কারণও ব্যাখ্যা করা হোক। ঋতব্রতর এই প্রশ্নে অত্যন্ত অস্বস্তিতে পড়ে যান কেন্দ্রের সংস্কৃতি ও পর্যটনমন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত। বৃহস্পতিবার লিখিত প্রশ্নের জবাবে তিনি স্বীকার করে নেন, চট্টগ্রামের যুববিদ্রোহীদের অবদান তুলে ধরতে আন্দামান সেলুলার জেলে কোনও আলাদা গ্যালারি নেই। যদিও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের গ্যালারিতে চট্টগ্রাম যুববিদ্রোহের বীর বিপ্লবীদের ছবি রয়েছে। কিন্তু ঋতব্রতর বক্তব্য, মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক যুববিদ্রোহের ১৭ জন বিপ্লবীকে এখানে বন্দি রাখা হয়েছিল। অথচ এখানে ১৬ জনের ছবি রয়েছে। বাকি একজনের ছবি নেই কেন? সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, যুববিদ্রোহের এই বীর বাঙালি সন্তানদের সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে কিছুই তুলে ধরা হয়নি এখানে। কেন্দ্রের এই ভূমিকায় গভীর বিস্ময় প্রকাশ করেছেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর মন্তব্য, দেশ জুড়ে বাঙালিদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে বিজেপি ও কেন্দ্র। স্বাধীনতার লড়াইয়ে বাঙালির অবদান মোছার চেষ্টা করছে তারা। এই অপচেষ্টা ব্যর্থ হবেই।

বর্তমানে সিপ্লেন রুট চালু নেই, জানাল কেন্দ্র

প্রতিবেদন: ২০২০ সালের ৩১ অক্টোবর গুজরাতে সবরমতী নদীর তীর এবং স্ট্যাচু অফ ইউনিটি ওয়াটার এরোড্রোমের মধ্যে ধুমধামের সঙ্গে সিপ্লেন চালু করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আর বৃহস্পতিবার লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ মালা রায়ের এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী মুরলিধর মহল জানিয়েছেন, ''বর্তমানে কোনও সিপ্লেন রুট চালু নেই।'' প্রায় পাঁচ বছর আগে শুরু হওয়া 'সিপ্লেন' পরিষেবা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ১১ এপ্রিল, ২০২১-এ। বন্ধ হওয়ার কারণ ছিল, বাণিজ্যিক এবং কোভিড অতিমারি। বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রমন্ত্রী মুরলিধর মহল জানিয়েছেন, অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক আঞ্চলিক সংযোগ প্রকল্প—উড়ে দেশ কা আম নাগরিক ৩.০ এর অধীনে ওয়াটার অ্যারোড্রোম থেকে সিপ্লেন অপারেশন শুরু করেছে। এই উদ্যোগ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিমান সংযোগ বাড়ানোর লক্ষ্যে নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন বিডিং রাউন্ডের মাধ্যমে মোট ৩২টি বৈধ সিপ্লেন রুট অনুমোদিত হয়েছে। এই রুটগুলি গুজরাত, অসম, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, গোয়া, হিমাচল প্রদেশ এবং লাক্ষাদ্বীপের ২৫টি ওয়াটার অ্যারোড্রোমকে সংযুক্ত করবে। উড়ান ৫.৫ প্রকল্পের অধীনে, অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরল এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের জলপথগুলিকে সংযুক্ত করার জন্য এয়ারলাইন অপারেটরদের কাছে লেটার অফ ইনটেন্ট জারি করা হয়েছে।

বিহারে পুড়িয়ে হত্যা দুই স্কুল পড়ুয়াকে

প্রতিবেদন: ভয়ঙ্কর ঘটনা বিজেপি নীতীশের বিহারে। পাটনার জানিপুরে এক নার্সের বাড়িতে ঢুকে তাঁর দুই সন্তানকে জীবন্ত জ্বালিয়ে দিল দুষ্কৃতীরা। বৃহস্পতিবার দুপুরের ঘটনা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শোভাদেবী নামে ওই নার্স পাটনা এইমসে কর্মরত। এদিন সকালে যথারীতি স্কুলে গিয়েছিল তাঁর দুই সন্তান অংশ এবং অঞ্জলি। স্কুল থেকে ফিরতেই দুষ্কৃতীরা আচমকা হানা দেয় তাঁদের বাড়িতে। জীবন্ত পুড়িয়ে মারে দু'জনকে। তারপরে চম্পট দেয় নিমিষের মধ্যে। তদন্তকারীরা বুঝে উঠতে পারছেন না কেন, কী উদ্দেশ্যে এমন নৃশংস হত্যাকাণ্ড। এখনও কাউকেই গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ।

ডাবলিনে পিটুনির শিকার ভারতীয় বংশোদ্ভূত তরুণ

আয়ারল্যান্ডে বর্ণবিদ্বেষ

প্রতিবেদন: বিদেশের মাটিতে আবারও বর্ণবিদ্বেষের ছবি। এবারের ঘটনা আয়ারল্যান্ডের। রাজধানী ডাবলিনের রাস্তায় প্রকাশ্যে এক ভারতীয় বংশোদ্ভূত তরুণকে নির্মমভাবে মারধর করল একদল কিশোর। ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন সন্তোষ যাদব নামের ওই তরুণ। তাঁর দাবি, এই হামলা ছিল একেবারেই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং বর্ণবিদ্বেষপ্রসূত। ঘটনার পর থেকেই আইরিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সন্তোষ যাদব জানিয়েছেন, রাতের খাবার খেয়ে নিজের অ্যাপার্টমেন্টের দিকে হাঁটছিলেন তিনি। সেই সময় পিছন থেকে জনা ছয়েক কিশোর তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ছিনিয়ে নেয় তাঁর চশমা, তা ভেঙে ফেলার পর শুরু হয় বেধড়ক মারধর। তাঁর মাথা, মুখ, ঘাড়, বুকে ও পায়ে একের পর এক ঘুসি-লাথি মারতে থাকে নাবালক দুষ্কৃতীরা। রক্তাক্ত অবস্থায় ফুটপাথে ফেলে রেখে পালিয়ে যায় তারা। স্থানীয় ব্লাঞ্চার্ডস্টাউন হাসপাতালে ভর্তি করা হয় সন্তোষকে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তাঁর গালের হাড় ভেঙে গিয়েছে।

এই ঘটনার কথা লিংকড-ইনে নিজেই জানিয়েছেন সন্তোষ যাদব। তিনি লিখেছেন, এই আক্রমণ শুধু আমার উপর নয়, ভারতীয় সম্প্রদায়ের উপর। ভারতীয়দের বিরুদ্ধে হিংসার ঘটনা বেড়েই চলেছে আয়ারল্যান্ডে। অথচ প্রশাসন চুপ। কেউ কিছু করছে না। ঘটনার নিন্দা করে অনেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন। আক্রান্ত সন্তোষ যাদব তাঁর পোস্টে ট্যাগ করেছেন আয়ারল্যান্ড সরকার, ভারতীয় দূতাবাস, ভারতের বিদেশ মন্ত্রক এবং আয়ারল্যান্ডে নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত অখিলেশ মিশ্রকে।

বিজেপি শিবির ছাড়লেন তামিলনাড়ুর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন: এনডিএ ছাড়ার ঘোষণা করলেন তামিলনাড়ুর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও জয়ললিতার ঘনিষ্ঠ নেতা পনিরসেলভম। ঘটনাচক্রে বৃহস্পতিবারই প্রাতর্ভ্রমণে দেখা হয়েছিল তামিলনাড়ুর প্রাক্তন ও বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর। তারপরেই বদলে গেল তামিলনাড়ুর রাজনৈতিক সমীকরণ। দলবল নিয়ে এনডিএ ছাড়লেন জয়ললিতার দল এডিএমকে-র বহিষ্কৃত নেতা পনিরসেলভম, যিনি রাজ্য রাজনীতিতে 'ওপিএস' নামে পরিচিত।

বৃহস্পতিবার সকালে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী তথা ডিএমকে প্রধান এমকে স্ট্যালিনের সঙ্গে প্রাতর্ভ্রমণে দেখা গিয়েছিল পনিরসেলভমকে। এদিনই বেলার দিকে পনিরসেলভমের ঘনিষ্ঠ সহযোগী তথা তামিলনাড়ুর প্রাক্তন মন্ত্রী পিএস রামচন্দ্রন ঘোষণা করেন যে, তাঁরা এনডিএ ছাড়ছেন। এই ঘোষণার সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন পনিরসেলভমও। জয়া-ঘনিষ্ঠ ওপিএস-এর বিজেপি জোট ছাড়ার ঘোষণায় দক্ষিণের এই রাজ্যে চাপে এনডিএ শিবির।

গেরুয়া ত্রিপুরায় ফের নাবালিকা ধর্ষণ

প্রতিবেদন: বিজেপির ত্রিপুরায় আবার নাবালিকা ধর্ষণ। সব জেনেশুনেও দুর্বৃত্তদের গ্রেফতারের কোনও চেষ্টাই করছে না পুলিশ। ন্যক্কারজনক এই ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সন্ধ্যায় খোয়াই জেলায়। সন্ধ্যায় মুদির দোকানে যাওয়ার সময় মোটর বাইক আরোহী দুই যুবক অপহরণ করে নাবালিকাকে। তারপরে একটি পরিত্যক্ত জায়গায় নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। ভয় দেখানো হয় প্রাণের। হুমকি দেওয়া হয় পুরো ঘটনার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করার। নাবালিকাকে কাঁদতে দেখে স্থানীয় মানুষ পৌঁছে দেয় তার বাড়িতে। অভিযোগ জানানো হয় থানায়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কাউকে ধরার ব্যাপারে গা করছে না পুলিশ। অভিযোগ স্থানীয় মানুষ এবং পরিবারের।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সিনেস্কোপ

১৩
১ অগাস্ট ২০২৫
শুক্রবার

1 August, 2025 • Friday • Page 13 || Website - www.jagobangla.in

২৯টি হিন্দি ছবির পর বাংলা ছবিতে হাতেখড়ি হতে চলেছে বলিউডের নামকরা অভিনেতা হাতোড়া ত্যাগী খ্যাত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ছবির পরিচালক দেবালয় ভট্টাচার্য। প্রযোজনায় এসভিএফ

Dear মা

রক্তের সম্পর্ক না, ভালবাসার— এই কঠিন প্রশ্নের উত্তর ক'জন মা-ই বা দিতে পারবেন। সদ্যমুক্তিপ্রাপ্ত অনিরুদ্ধ রায়চৌধুরীর ছবি 'ডিয়ার মা' হল নারীমনের গভীরে লুকিয়ে থাকা সেই দ্বিধার উত্তর। এই ছবি মা আর সন্তানের। এই ছবি সকলের। মুখ্য ভূমিকায় রয়েছেন জয়া আহসান। লিখলেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

এ জগতের সবচেয়ে নিটোল, অপত্য, নিখাদ সম্পর্ক হল মা আর সন্তানের সম্পর্ক। মা নিজের সবটুকু দিয়ে একটা শিশুকে বড় করে তোলে, জগতের সব অন্ধকার কালিমা থেকে সন্তানকে আগলে রাখে, সব ত্যাগ শুধু মা-ই করে। 'মা'-এর কোনও অপরাধ থাকতে পারে না। তাই মা শব্দটি যতই ছোট্ট হোক তার ভার অনেক। কিন্তু মাতৃত্বের ভিত কি শুধু রক্তের সম্পর্কের মধ্যে আটকে থাকে? ঔরসজাত সন্তানই কি সব? তা নয়, মাতৃত্ব এক অনুভূতি তাই মা না হয়েও মায়ের মতোন যাঁরা তাঁদের কাছেও সেই রসদ পূর্ণ করে রাখেন ভগবান। তাও মাতৃত্বের সেই সহজ বৃত্তিকে মেনে নিতে পারেন না বহু নারী। আপন-পরের দ্বিধায় ভোগেন। রক্তের সম্পর্ক না ভালবাসার টান... পরিচালক অনিরুদ্ধ রায়চৌধুরীর ছবি 'ডিয়ার মা' এমনই এক প্রশ্নের সম্মুখীন। এক মা আর তাঁর দত্তক নেওয়া মেয়ের জীবনযাপন, টানাপোড়েন, মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা, ভালবাসা বা কোথাও একটা ভালবাসতে না পারার সমীকরণ নিয়ে তৈরি এই ছবি। এই ছবি সম্পর্কের এক গভীর মনস্তত্ত্বের। অনিরুদ্ধ রায়চৌধুরী এমন ধরনের ছবি করতেই বেশি অভ্যস্ত। তাঁর ছবির একটা চেনা ছক রয়েছে, সে-ছকেই তিনি এঁকেছেন 'ডিয়ার মা'কে।

দশমাস দশদিন গর্ভে ধারণ করে একটি শিশুর জন্ম দেওয়া আর একটি শিশুকে দত্তক নেওয়া— এই দুইয়ের সূক্ষ্ম তফাতের মাঝে দাঁড়িয়ে এই ছবির কেন্দ্রীয় নারী চরিত্র বৃন্দা মিত্র। একটি কোম্পানির কো-ফাউন্ডার তিনি। বৃন্দার স্বামী অর্ক প্রয়াত। একটা সময় বৃন্দা এবং অর্কর পশার ভালই ছিল। কিন্তু কেরিয়ারিস্ট হয়েও অর্ক চাইত বাবা হতে, এদিকে বৃন্দা একেবারেই তা চাইত না। নিজের উজ্জ্বল কেরিয়ারকে সন্তানের জন্য কম্প্রোমাইজ করার কোনও সদিচ্ছা তার ছিল না। সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে কেরিয়ারের সঙ্গে আপস করাকে আমল দিতে চায়নি বৃন্দা। কিন্তু অর্কর চাওয়া-পাওয়া, নিত্যদিনের টানাপোড়েনে শেষমেশ বৃন্দা এবং অর্ক সন্তান দত্তক নেবার সিদ্ধান্ত নেয়। একটি মেয়েকে দত্তক নেয় তারা। ছোট্ট একরত্তি সেই মেয়ে অর্কর জীবন ভরিয়ে দেয়। বাবার স্নেহচ্ছায়ায়, পরিবারের দীর্ঘদিনের সহয়িকা নির্মলার কাছে বড় হতে থাকে ঝিমলি। মা হিসেবে বৃন্দা সেই মেয়েকে গ্রহণ করলেও দত্তক নেওয়া সন্তানের প্রতি কোথাও একটা টানের অভাব বোধ করত সে। আবার তারই ব্যস্ততম জীবনের কারণে সেই সন্তান তাকে চিনতে শিখছে না, তার সঙ্গে কোনও বন্ধন গড়ে উঠছে না এই ভাবনাও বৃন্দাকে অস্বস্তি দিত।

এমনই হঠাৎ একদিন সকালে অর্ক না ফেরার দেশে চলে যায় তখন বৃন্দার মনে হয় মেয়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক গড়ে ওঠা দরকার কিন্তু বৃন্দার ব্যস্ততার কারণে তা হয়ে ওঠে না। ঝিমলি নির্মলার সাহচর্যে বড় হতে থাকে। আর বাড়তে থাকে মা-মেয়ের দূরত্ব। অর্ক চলে যাবার পর যখন বৃন্দা ভাবতে শুরু করে এবার সে শুধুই তার মেয়েকে আঁকড়ে ধরে বাঁচবে ঠিক সেই সময় হঠাৎ একদিন নিখোঁজ হয় বারো বছরের কিশোরী ঝিমলি। বৃন্দা নিখোঁজ ডায়রি করতে যায় থানায়। ইনস্পেক্টর অসিতাভ নন্দীর সঙ্গে কথা হয় তার। শুরু হয় পুলিশি তদন্ত। এই ছবির শুরুটা হয়েছে এই পুলিশ বা পুলিশি তদন্তের শুরু থেকে। পুরো গল্পটা ফ্ল্যাশব্যাকে দেখিয়েছেন পরিচালক। কোথায় গেল ঝিমলি? পালিত বাবার মৃত্যুর পর অবসাদে, যন্ত্রণায়, একাকিত্বে কি সে পালিতা মাকে ছেড়ে চলে গেল? কাকে ভয় পেত ঝিমলি? কোন অজানা ভয় তাকে তাড়া করে বেড়াত? বৃন্দা মেয়েকে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিল কিন্তু যখন চেষ্টা করল তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে! তাহলে এরপর কী হবে! কীভাবে এগবে ঘটনাক্রম! এই সব কিছুর উত্তর রয়েছে অনিরুদ্ধ রায়চৌধুরীর 'ডিয়ার মা' ছবিতে। এই ছবির কাহিনি, চিত্রনাট্য অনিরুদ্ধ রায়চৌধুরী এবং শাক্যজিৎ ভট্টাচার্যের। আধুনিক সমাজ, সমাজব্যবস্থা, দত্তক নেওয়া নিয়ে আজও যে সোশ্যাল ট্যাবু— পারপার্শ্বিক পরিস্থিতি সেই সব কিছু পরতে পরতে উঠে এসছে এই ছবিতে।

প্রায় ১০ বছর পর বাংলা ছবিতে ফিরলেন অনিরুদ্ধ রায়চৌধুরী। আর এই ফেরা মনে থেকে যাবে দর্শকদের। কারণ 'ডিয়ার মা'-এর সঙ্গে নিজেকে রিলেট করতে পারবে দর্শক। রক্তের সম্পর্কই কী সব, না ভালবাসার টান আত্মার বন্ধন— এই প্রশ্নের মুখোমুখি হবেন তাঁরা। এই ছবির সূচনা থ্রিলারের মতো করেই তারপরে ধীরে ধীরে মনস্তাত্ত্বিক উন্মেষ। এই ছবির আবেগ নির্মেদ ঝরঝরে— খুব স্মার্ট। ছবিতে অনবদ্য জয়া আহসান। তাঁর অভিনয়ের বলিষ্ঠতা নিয়ে বলার কিছু নেই। দারুণ অভিনয় করেছেন অর্ক অর্থাৎ অভিনেতা চন্দন রায় সান্যাল, ইনস্পেক্টরের চরিত্রে শাশ্বত খুব ভাল। শিশুশিল্পী অহনা এবং নন্দিকা দাস অসাধারণ। এঁরা ছাড়াও রয়েছেন ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়, অনুভা ফতেপুরিয়া, পদ্মপ্রিয়া জানকী রামন, সায়ন মুন্সি প্রমুখ। বিক্রম ঘোষের আবহ সঙ্গীত ছবিকে অন্য মাত্রা দিয়েছে। তাঁর সুরারোপিত গানগুলো শুনতে বেশ ভাল লাগে। ক্যামেরায় রয়েছেন অভীক মুখোপাধ্যায়। ছবিটা বহুদিন মনে থেকে যাবে দর্শকদের— এটা বলাই যায়।

মাঠে ময়দানে

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

টেস্ট ক্রিকেটকে বাঁচানো অনেকটা বাঘ সংরক্ষণের মতোই : ডেভিড গাওয়ার

দুই মহাদেশে দাপট ফুটবলের দুই মহাতারকার

মেসি-ম্যাজিকে মায়ামির জয়

ফ্লোরিডা, ৩১ জুলাই : নির্বাসন কাটিয়ে মাঠে ফিরেই চেনা মেজাজে লিওনেল মেসি। বৃহস্পতিবার লিগস কাপের গ্রুপ পর্বের প্রথম ম্যাচে মেক্সিকোর ক্লাব আটলাসকে ২-১ গোলে হারিয়েছে ইন্টার মায়ামি। দলের দু'টি গোলই এসেছে মেসির পাস থেকে। বিশেষ করে, নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ ১-১ থাকার পর, সংযুক্ত সময়ের একেবারে শেষ মুহূর্তে মেসির পাস থেকে জয়সূচক গোলটি করেন মার্সেলো ভিগান্ট।

ম্যাচটা স্মরণীয় হয়ে থাকবে রডরিগো দি পলের কাছেও। এদিনই ইন্টার মায়ামির জার্সি গায়ে প্রথমবার মাঠে নেমেছিলেন আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার। আর অভিষেক ম্যাচেই দলের রুদ্ধশ্বাস জয়ের সাক্ষী রইলেন।

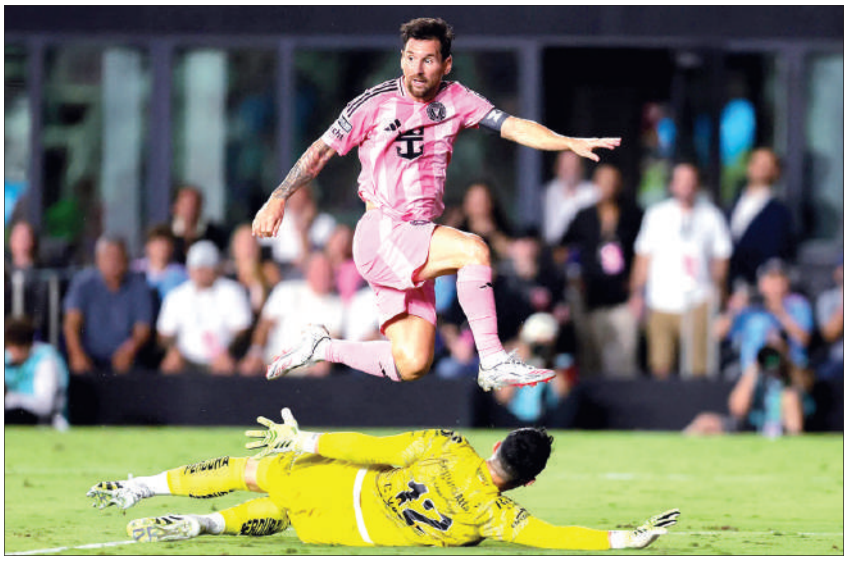

বিপক্ষ গোলকিপারকে টপকে গোল করার প্রচেষ্টা মেসির।

শুরু থেকেই আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণে ম্যাচ জমে উঠেছিল। ইন্টার মায়ামি ও আটলাস—দু'দলই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলেছে। বিরতির আগে অন্তত তিনবার দলকে নিশ্চিত পতনের হাত থেকে রক্ষা করেন ইন্টার মায়ামি গোলকিপার রোকো বোভো। প্রথমার্ধের একেবারে শেষ মুহূর্তে এগিয়ে যেতে পারতেন মেসিরাও। কিন্তু লুইস সুয়ারেজের জোরালো শট ক্রসপিসে লেগে ফিরে আসে।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই গোলের জন্য ঝাঁপিয়েছিল দুই দল। ৫৭ মিনিটে প্রথম গোল পেয়ে যায় ইন্টার মায়ামি। মেসির মাপা পাস থেকে বল পেয়ে জালে জড়াতে কোনও ভুল করেননি তেলাসকো সেগোভিয়া। যদিও ৮০ মিনিটে সেই গোল শোধ করে ম্যাচ জমিয়ে দেয় আটলাস। মেক্সিকান ক্লাবের গোলদাতা রিভাল্ডো লোজানো। গোটা মাঠ যখন ধরেই নিয়েছে ম্যাচটা ড্র হতে চলেছে। তখনই মেসি-ম্যাজিক! ৯৬ মিনিটে মেসির ডিফেন্স চেরা পাস থেকে গোল করে ইন্টার মায়ামিকে নাটকীয় জয় এনে দেন ভিগান্ট। রেফারি প্রথমে অফসাইডের নির্দেশ দিলেও, 'ভার' পদ্ধতির সহায়তায় গোলটি বৈধ বলে ঘোষণা করেন।

রুদ্ধশ্বাস জয়ের পর মেসির প্রতিক্রিয়া, যত বেশি ম্যাচ খেলি, ততই ছন্দ ফিরে পাই। আজ মানসিক ও শারীরিকভাবে দারুণ তরতাজা মনে হচ্ছিল। তবে আমার ভাল খেলার থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ দলের জয়।

রাহুলকে নিতে চায় কেকেআর

প্রতিবেদন : দিল্লি ক্যাপিটালস থেকে কেএল রাহুলকে দলে নিতে আগ্রহী কলকাতা নাইট রাইডার্স। ২০২৬ আইপিএলের জন্য ট্রেডিং উইন্ডো খোলা রয়েছে। ডিসেম্বরে নিলামের এক সপ্তাহ আগে উইন্ডো বন্ধ হবে। নিলামের দিনক্ষণ এখনও ঠিক হয়নি। তার আগেই কয়েকটি জায়গার জন্য ট্রেডিং উইন্ডোতেই খেলোয়াড় নিতে পারে কেকেআর। তারমধ্যে নাইট ম্যানেজমেন্টের প্রধান লক্ষ্য ফর্মে থাকা রাহুল। যাঁকে নিলে নেতৃত্বের পাশাপাশি কিপার-ব্যাটারের জায়গাটাও পূরণ হবে।

একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, রাহুলকে দলে নেওয়ার জন্য দিল্লির কাছে আগ্রহ প্রকাশ করেছে কেকেআর। ২০২৪-এ চ্যাম্পিয় হয়ে ট্রফির খরা কাটানোর পর গত মরশুমে চূড়ান্ত ব্যর্থ হয় শাহরুখ খানের দল। পয়েন্ট টেবলে ৮ নম্বরে শেষ করে নাইটবাহিনী। এবার তাই নতুন করে দল গোছাতে চাইছে ম্যানেজমেন্ট। হেড কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বোলিং কোচ ভরত অরুণকেও ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। দলেও বেশ কিছু রদবদল হতে চলেছে। রাহুল ছাড়াও দেশি-বিদেশি নতুন কয়েকজনকে দলে নিতে উদ্যোগী কেকেআর। রাহুল এলে কয়েকটি সমস্যা মিটতে পারে। কিপার-ব্যাটার হিসেবে গতবার কুইন্টন ডি'কক, রহমানুল্লাহ গুরবাজ সেভাবে দাগ কাটতে পারেননি। ভেঙ্কটেশ আইয়ারের উপর ২৩ কোটি বিনিয়োগ জলে গিয়েছে। রাহুল এলে কিপার-ব্যাটারের পাশাপাশি লিডারও পেয়ে যাবে দল। তাছাড়া নাইটদের সহকারী কোচ অভিষেক নায়ারের সঙ্গে রাহুলের রসায়ন বেশ ভাল। সমস্যা হল, রাহুলের বদলি হিসেবে দিল্লিকে দেওয়ার মতো ক্রিকেটার কেকেআরে তেমন নেই। সেক্ষেত্রে রাহুল নিলামে উঠতে চাইলে সেখান থেকেই মোটা অঙ্কে তাঁকে নিতে হবে কলকাতাকে।

গোলেই মরশুম শুরু রোনাল্ডোর

গোলের পর রোনাল্ডোর উচ্ছ্বাস। ফরাসি ক্লাব তুলুজের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচে।

গ্রোডিক, ৩১ জুলাই : গত মরশুম যেখানে শেষ করেছিলেন, সেখান থেকেই নতুন মরশুম শুরু করলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। অস্ট্রিয়ার গ্রোডিক শহরে আয়োজিত প্রস্তুতি ম্যাচে ফরাসি ক্লাব তুলুজ এফসিকে ২-১ গোলে হারিয়েছে আল নাসের। আন্টার্সবার্গ স্টেডিয়ামে ৩৩ মিনিটে দুর্দান্ত গোল করে রোনাল্ডো বুঝিয়ে দিলেন, চল্লিশে পা দিলেও, গোল করার অভ্যাসে এতটুকুও মরচে পড়েনি।

তুলুজ সেই গোল শোধ করে দিলেও, দ্বিতীয়ার্ধে মহম্মদ মারানের গোলে ২-১ ব্যবধানে জিতেই মাঠ ছাড়েন রোনাল্ডোরা। সতীর্থ জোয়াও ফেলিক্সের সঙ্গে বলে দখল নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি না হলে, আরও একটি গোল পেতেই পারতেন রোনাল্ডো। ম্যাচের পর রোনাল্ডো সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট করেছেন, সাফল্যের খিদেটা কখনও কমে না। এখনও অনেক কাজ বাকি। আমরা সবে শুরু করলাম।

গত মরশুমে আল নাসেরের জার্সিতে সব টুর্নামেন্ট মিলিয়ে ৩৫টি গোল করেছিলেন রোনাল্ডো। তবে সৌদি ক্লাবের হয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও বড় ট্রফি জিততে পারেননি। এবার যে সেই খরা কাটাতে তিনি বদ্ধপরিকর, তার ঝলক প্রস্তুতি ম্যাচেই দেখিয়েছেন সিআর সেভেন। এবার অস্ট্রিয়া ছেড়ে স্পেনে উড়ে যাচ্ছেন রোনাল্ডোরা। রবিবার লা লিগার দল আলমেইরার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় প্রস্তুতি ম্যাচ রয়েছে আল নাসেরের। রোনাল্ডোরা নতুন মরশুমে প্রথম প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ খেলবেন ১৯ আগস্ট। সেদিন সৌদি সুপার কাপের সেমিফাইনালে আল ইত্তেহাদের মুখোমুখি হবে আল নাসের।

কোয়ার্টার ফাইনালে লক্ষ্য, চমক তরুণের

এগোচ্ছে সাত্ত্বিক-চিরাগ জুটিও

ম্যাকাও, ৩১ জুলাই : বৃহস্পতিবার ম্যাকাও ওপেন সুপার ৩০০ ব্যাডমিন্টন ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন লক্ষ্য সেন। তবে দিনের সেরা চমক দিয়েছেন আরেক ভারতীয় শাটলার তরুণ মান্নেপাল্লি। তিনি টুর্নামেন্টের শীর্ষ বাছাই লি চুক ইয়ুকে হারিয়ে শেষ আটে জায়গা করে নিয়েছেন। গতকাল প্রথম রাউন্ডের ম্যাচটা সরাসরি গেমে জিতেছিলেন। এদিন ইন্দোনেশিয়ার চিকো ওয়ার্ডোয়োর বিরুদ্ধে জেতার জন্য অবশ্য লক্ষ্যকে ঘাম ঝরাতে হয়েছে। তিন গেমের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর, ২১-১৪, ১৪-২১, ২১-১৭ ফলে বাজিমাত করেন ভারতীয় তারকা। অন্য প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে শীর্ষ বাছাই লি-কে হারিয়ে সবাইকে চমকে দিয়েছেন তরুণ। ২৩ বছর বয়সি ভারতীয় শাটলার পিছিয়ে পড়েও, ১৯-২১, ২১-১৪, ২২-২০ গেমে রুদ্ধশ্বাস জয় ছিনিয়ে নেন। এদিকে, ছেলেদের ডাবলসের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন সাত্ত্বিকসাইরাজ রাংকিরেড্ডি ও চিরাগ শেট্টি। এদিন প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে সাত্ত্বিকরা ১০-২১, ২২-২০, ২১-১৬ গেমে জাপানি জুটি কাকেরু কুমাগি ও হিরোকি নিশিকে।

দলে বৈভব ইংল্যান্ডের পর এবার অস্ট্রেলিয়া সফরে যাচ্ছেন বৈভব সূর্যবংশী। তিনটি একদিনের ম্যাচ এবং দু'টি বেসরকারি টেস্ট খেলতে আগামী সেপ্টেম্বরে অস্ট্রেলিয়া সফরে যাচ্ছে অনূর্ধ্ব ১৯ ভারতীয় দল। সেই দলে রয়েছেন বৈভবও। ইংল্যান্ড সফরের মতো অস্ট্রেলিয়াতেও দলকে নেতৃত্ব দেবেন আয়ুষ মাত্রে। প্রথম একদিনের ম্যাচ ২১ সেপ্টেম্বর। পরের দুটো ম্যাচ যথাক্রমে ২৪ এবং ২৬ সেপ্টেম্বর।

৯৬১ দিন আগে প্রথমবার টেস্ট দলে ঢুকেছিলেন। কিন্তু সুযোগ এখনও অধরা অভিমন্যু ঈশ্বরনের

দশজনেও দুরন্ত জয়, বাগানের নায়ক লিস্টন

মোহনবাগান ৩ মহামেডান ১

চিত্তরঞ্জন খাঁড়া

যুবভারতীর গ্যালারি প্রায় ফাঁকা দেখে বোঝার উপায় নেই, মাঠে একটা ডার্বি চলছে। মহামেডানের সঙ্গে দুই প্রধানের ম্যাচকে এখন যতই 'মিনি ডার্বি' বলা হোক, বৃহস্পতিবারের বিদেশিহীন মোহনবাগান-মহামেডান দ্বৈরথে উত্তেজনা ছিল পরতে পরতে। তা বলে ডুরান্ডে প্রথম ম্যাচ খেলতে নামা মোহনবাগানকে সমর্থন করতে এত কম সংখ্যায় সমর্থকের আগমনে অবাক হতেই হয়। তবে তাঁদের হতাশ করেনি মোহনবাগান। প্রায় ৬০ মিনিট দশজনে খেলেও মহামেডানকে ৩-১ গোলে হারিয়ে দিল বাস্তব রায়ের দল। সৌজন্যে লিস্টন কোলাসো। তিনটি গোলেই লিস্টনের অবদান। নিজে করলেন জোড়া গোল। একটি করালেন সুহেল ভাটকে দিয়ে। মহামেডানের একমাত্র গোলদাতা অ্যাশলে কোলি। পরপর দুই হারে ডুরান্ড থেকে বিদায় মহামেডানের। কলকাতা লিগ ধরলে টানা ৬ হার তাদের।

মোহনবাগান কোচের স্ট্র্যাটেজি ধাক্কা খায় ৪৩ মিনিটে অপুইয়ার একটি মারাত্মক ভুলে। মহামেডানের দুই ফুটবলার দীনেশ মিতেই ও তাংভা রাগুইকে হেড বাট করে লাল কার্ড দেখেন অপুইয়া। ম্যাচের বাকি সময়টা দশজনে খেললেও জিততে সমস্যা হয়নি আইএসএল ও লিগ-শিল্ড চ্যাম্পিয়নদের। শুরু থেকে দুই উইংয়ে লিস্টন ও কিয়ান নাসিরির ঝটকায় চাপ বেড়েছিল মহামেডান রক্ষণে। সুহেলের শট ক্রসবারে লেগে ফেরে। কিয়ানের একটি গোলমুখী শট বারে লেগে বেরিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত ২৩ মিনিটে ফ্রি-কিক থেকে অনবদ্য একটি গোল করে মোহনবাগানকে এগিয়ে দেন লিস্টন। মহামেডান প্রতিআক্রমণ নির্ভর ফুটবল খেললেও মোহনবাগানের চাপ ছিল বেশি। ৩৫ মিনিটে লিস্টনের ঠিকানা লেখা থ্রু ধরে সহজ গোলের সুযোগ নষ্ট করেন অনিরুদ্ধ থাপা।

বিরতির ঠিক আগেই অহেতুক মাথা গরম করে লাল কার্ড দেখে দলকে সমস্যায় ফেলেন আপুইয়া। মোহনবাগান ১০ জন হয়ে যাওয়ায় দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই সুযোগ নিয়ে ১-১ করে ফেলে মহামেডান। অ্যাশলে কোলি গোল করেন। তাতে অবশ্য লাভ হয়নি। মোহনবাগান মাঝমাঠের নিয়ন্ত্রণ রেখে ম্যাচ বের করে নেয়। দিনটা ছিল লিস্টনের। সব কিছুই ঠিকঠাক করলেন। ৬২ মিনিটে লিস্টনের দুরন্ত ব্যাক হিল থেকে দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় গোল করেন সুহেল। মোহনবাগান ২-১ করার পর মহামেডান সুযোগ পেয়েছিল ম্যাচে ফেরার। কিন্তু গোলকিপার বিশাল কাইথ বাগানকে বিপদ থেকে রক্ষা করেন। সংযুক্ত সময়ে পেনাল্টি থেকে সেই লিস্টনের গোলে জয় নিশ্চিত করে মোহনবাগান।

জোড়া গোলের উল্লাস লিস্টনের। বৃহস্পতিবার।

কুলদীপকে আগেই খেলানো যেত : সৌরভ

প্রতিবেদন : ওভালে কুলদীপ যাদব সুযোগ পাননি। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় যা নিয়ে বলেছেন, কুলদীপের আগের তিন টেস্টেই খেলা উচিত ছিল। কারণ, দলে কোয়ালিটি স্পিনার না থাকলে টেস্টে ২০টি উইকেট নেওয়া সহজ নয়। ওভালে দুই স্পিনার ও তিন পেসারে খেলছে ভারত। ফলে জায়গা হয়নি বাঁহাতি চায়নাম্যান বোলারের। ইংল্যান্ডে ২০১৮-তে একটি টেস্টে খেললেও কুলদীপ উইকেট পাননি। ২০২৪-এর অক্টোবরে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলার পর আর কোনও টেস্ট খেলেননি। ২০১৭-তে প্রথম টেস্ট খেলা কুলদীপ এখনও পর্যন্ত ১৩টি টেস্টে ৫৬টি উইকেট নিয়েছেন। চারবার এক ইনিংসে তিনি পাঁচটি উইকেট নিয়েছেন। সৌরভ বলেন, ইংল্যান্ড চার ফাস্ট বোলার নিয়ে এই টেস্টে খেলছে। তার মানে উইকেটে ঘাস আছে। হয়তো এইজন্যই কুলদীপকে খেলানো হয়নি। তিনি মনে করেন দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ টেস্টে কুলদীপকে খেলানো উচিত ছিল। টেস্ট ম্যাচে কোয়ালিটি স্পিন ছাড়া কুড়িটি উইকেট নেওয়া কঠিন। আগে টেস্টে গ্রেট স্পিনাররা খেলেছেন। গ্রেম সোয়ান, মন্টি পানেসর, মুরলিধরন, হরভজন সিং, অনিল কুম্বলে, রবিচন্দ্রন অশ্বিনরা খেলেছেন। তাঁরা পঞ্চম দিনে উইকেটও নিয়েছেন। কুলদীপকে ভবিষ্যতে খেলাতে হবে।

পেইন্টবলে মাতলেন অস্কারের ফুটবলাররা

পেইন্টবল খেলায় মগ্ন ইস্টবেঙ্গল ফুটবলাররা। বৃহস্পতিবার।

প্রতিবেদন : বৃহস্পতিবার ছিল রিকভারি সেশন। আর পেইন্টবল খেলে সময় কাটালেন ইস্টবেঙ্গলের ফুটবলাররা। পেইন্টবল খেলা আসলে নকল যুদ্ধের মহড়া। সেনাবাহিনীর পোশাক গায়ে চাপিয়ে হাতে নকল মেশিনগান হাতে একে অন্যের সঙ্গে যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলায় মাতলেন মহম্মদ রশিদ, মিগুয়েল, মহেশ, সৌভিক চক্রবর্তী, সাউলরা। প্রত্যেকেই দারুণ উপভোগ করেছেন এই মজার খেলা। ফুটবলারদের দুটো দলে ভাগ করা হয়েছিল। টিম রেডে ছিলেন দিয়ামানতাকোস, মিগুয়েল, দেবজিৎ, বিষ্ণুরা। অন্যদিকে, টিম ব্লু-র হয়ে লড়লেন সাউল, মহেশ, হামিদ, সৌভিকরা। সব মিলিয়ে অভিনব পদ্ধতিতে হল লাল-হলুদের রিকভারি সেশন।

ডুরান্ডে ইস্টবেঙ্গলের পরের ম্যাচ আগামী বুধবার। নামধারী এফসির বিরুদ্ধে। এদিকে, গতকালই প্র্যাকটিস ম্যাচে মাঠে নেমেই গোল পেয়েছেন মরক্কোর স্ট্রাইকার হামিদ। সদ্য দলে যোগ দেওয়া বিদেশি তারকাকে নিয়ে রীতিমতো আশাবাদী অস্কার ব্রুজো। ইস্টবেঙ্গল কোচের বক্তব্য, মাত্র একটা সেশন প্র্যাকটিস করেই প্রস্তুতি ম্যাচে যথেষ্ট ভাল খেলেছে হামিদ। এবার আমার হাতে অনেক বেশি বিকল্প রয়েছে। মাঝমাঠে রশিদ, সাউল মিগুয়েলের সঙ্গে জিকসন, মহেশ সৌভিকরা আছে। প্রয়োজন অনুযায়ী ৪-৩-৩ বা ৪-৪-২ ফর্মেশনে দলকে খেলাতে পারব।

অচেনা প্রতিপক্ষ, ধন্দে ডায়মন্ড হারবার

প্রতিবেদন : ডুরান্ড কাপে অভিষেক ম্যাচেই মহামেডানকে হারিয়ে অভিযান শুরু করেছে ডায়মন্ড হারবার এফসি। শুক্রবার জয়ের ধারা অব্যাহত রাখতে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ ফুটবল টিমের বিরুদ্ধে খেলতে নামছে কিবু ভিকুনার দল। বিএসএফ দলটা ডায়মন্ড হারবারের কাছে সম্পূর্ণ অচেনা। এটাই ভাবাচ্ছে তাদের। তার উপর ম্যাচটা কিশোরভারতী ক্রীড়াঙ্গনে। বর্ষায় মাঠের অবস্থা কেমন থাকবে, তা নিয়ে আশঙ্কায় রয়েছেন কিবুরা।

প্রথম ম্যাচে মহামেডানের বিরুদ্ধে জিতলেও ডায়মন্ড হারবারের খেলায় অনেক খামতি ছিল। তিন ব্যাকে দলকে খেলানোর কোচের রণকৌশলের সঙ্গে ফুটবলারদের মানিয়ে নিতে সমস্যাও হয়। সেটা বুঝে কিবু চার ব্যাকে চলে গিয়েছিলেন। অনেক নতুন ফুটবলার দলে আসায় প্রথম ম্যাচে বোঝাপড়ার অভাব ছিল। বিএসএফের বিরুদ্ধে ভুলত্রুটি শুধরে নামতে চাইছে ডায়মন্ড হারবার। প্রথম একাদশে কিছু পরিবর্তন আনতে পারেন স্প্যানিশ কোচ।

মহামেডানের বিরুদ্ধে শেষ মুহূর্তে গোল করে জেতানো অভিজ্ঞ বিদেশি লুকা মাজসেন শুরু থেকে খেলতে পারেন। আইআরটিসি সমস্যা মিটে যাওয়ায় সেন্ট্রাল ডিফেন্সে মেলরয়ের পাশে খেলতে পারেন স্প্যানিশ সেন্টার ব্যাক মিকেল কোর্তাজার। আক্রমণভাগে জবি জাস্টিন, গিরিক খোসলাদের সঙ্গে ব্রাজিলীয় স্ট্রাইকার ক্লেটন সিলভেইরাও ভরসা দিতে পারেন ডায়মন্ড হারবারকে।

কিবুর সহকারী দেবরাজ চট্টোপাধ্যায় বললেন, প্রত্যেকেই প্রথম ম্যাচে নিজেদের ভুল বুঝতে পেরেছে। সেভাবেই ভুল শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করছে। সবাই অভিজ্ঞ খেলোয়াড়। কিন্তু একদিনে সব কিছু বদলানো যায় না। এটা একটা প্রক্রিয়া। তবে প্রতিপক্ষ হিসেবে বিএসএফ আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অচেনা। এটা একটা সমস্যা। কিশোরভারতীতে খেলা। বর্ষায় মাঠ কেমন থাকবে জানি না। তবে যে কোনও পরিস্থিতিতে আমরা জয়ের ধারা অব্যাহত রাখার চেষ্টা করব।

ডুরান্ড ম্যাচের প্রস্তুতি ডায়মন্ড হারবারের। বৃহস্পতিবার।

মার্লিনের উদ্যোগ

প্রতিবেদন : মার্লিন গ্রুপের সহযোগিতায় যুবরাজ সিং সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের অধীনে সপ্তাহব্যাপী উঠতি ক্রিকেটারদের সামার কোচিং ক্লিনিক হয়ে গেল কলকাতায়। রাজারহাটের মার্লিন রাইসে ওয়াইএসসিই সেন্টারে সাতদিনের হাই পারফরম্যান্স সামার ক্লিনিকে কলকাতা ও উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রতিশ্রুতিমান ক্রিকেটারদের নিয়ে শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবির শেষে নির্বাচিত খেলোয়াড়দের এক বছরের স্কলারশিপ দিয়েছে মার্লিন গ্রুপ। ছেলেদের বিভাগে (বয়স ১৫, কলকাতা) নির্বাচিত হয়েছে গুরুদেব সিং, অগ্নিশ আদক (বয়স ৮, কলকাতা)। মেয়েদের মধ্যে স্কলারশিপ পেয়েছে সুনীতা বেহরা (বয়স ১৫, ওড়িশা), আফিফা জোহরা (বয়স ১০, কলকাতা) এবং আযুতি দত্ত (বয়স ১৫, কলকাতা)। শিবিরে ক্রিকেটারদের উদ্দেশে ভিডিও কলে কিংবদন্তি যুবরাজ সিং বলেন, স্কিল তোমাদের অনেক দূর নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু মানসিকতা ঠিক করে দেবে, কত দূর যেতে পারবে। মার্লিন গ্রুপের এমডি সাকেত মোহতা বলেন, ওয়াইএসসিই-র এই ক্লিনিক তরুণ প্রতিভার সম্ভাবনার প্রতি আমাদের বিশ্বাসকে দৃঢ় করেছে। এই প্রক্রিয়াকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে মুখিয়ে আমরা।

মাঠে ময়দানে
1 August, 2025 • Friday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সিরিজের সব টেস্টে টসে হারলেন শুভমন। ভারতের চতুর্থ অধিনায়ক হিসেবে এমন নজির

মেঘ-বৃষ্টির ওভালে শুভমনরাই চাপে

ভারত ২০৪/৬ (প্রথম দিন)

লন্ডন, ৩১ জুলাই : মাথার উপর মেঘ। আর লন্ডনের ছিচকাঁদুনে বৃষ্টি। এই আছে এই নেই। সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যাক বাইশ গজের ঘাস। দেখতে সবুজ। আর সেটা সবুজই। ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের মতো ঘাসের নামে অ-ঘাস নয়। এই তিনের ত্র্যহস্পর্শে ওভালে প্রথম দিন বেশ চাপে ভারত। দিনের শেষে ২০৪/৬। করুণ ব্যাটিং ৫২। ওয়াশিংটন ব্যাটিং ১৯। এখান থেকে কতদূর যাবে রান? আড়াইশো-তিনশো? চাপ তবু থাকছেই।

সানি গাভাসকর বলেছেন ওভালে উইকেট নেওয়ার লোক নেই ইংল্যান্ডের। সেটা প্রথম দিন খাটল না। গাস অ্যাটকিনসন আর জশ টাঙ্গ দুটো করে উইকেট নিলেন। একটা উইকেট ক্রিস ওকসের। মেঘলা দিনের ভরপুর ফয়দা তুললেন এঁরা। সাই সুদর্শন (৩৮) সেট হয়ে উইকেট দিয়েছেন টাঙ্গকে। জাদেজাও (৯) তাঁর শিকার।জুরেলকে (১৯) নিয়ে এত দাবি উঠছিল, সেই তিনি সুযোগ হেলায় হারালেন অ্যাটকিনসনকে উইকেট দিয়ে। বোলারদের মধ্যে এদিন সেরা ছিলেন তিনি।

ওভালে ভারতের রেকর্ড ভাল না। দুটো টেস্টে জয় আছে। হার ছ'টিতে। বোঝা যাচ্ছে শেষ টেস্টে এসে শুভমন চাপে। না হলে দল বাছতে গিয়ে এত ওলট-পালট কেন। বুমরা খেলবেন না জানা ছিল। তাঁর জায়গায় অর্শদীপের খেলার কথা শোনা যাচ্ছিল। শুভমনও বলেছিলেন ওকে রেডি থাকতে বলেছি। তারপর? পাঞ্জাব পেসার খেলছেন না। খেলছেন প্রসিধ। যিনি সিরিজের শুরুতে ছিলেন এবং ব্যর্থ হয়েছেন।

টসে শুভমন কারা খেলছেন বলতে গিয়ে আকাশ দীপের নাম বলতে ভুলে গিয়েছিলেন। হল চার বদল। অধিনায়ক বললেন তিন। ততক্ষণে স্পষ্ট যে বুমরা নেই। আকাশ দীপ না খেললে কুড়ি উইকেট কে নেবে? পরে জানা গেল শুভমনের ভুল। আকাশ খেলছেন। বাদ কম্বোজ। এতেই শুভমনের চাপে থাকার ব্যাপারটা নিয়ে আরও চর্চা হল। রোহিত শর্মা, হার্দিক প্যাটেলদের টসে ভুল করার অভ্যাস আছে। শুভমনও তাই করলেন।

ভারতের শুরু ভাল হয়নি। ৩৮ রানের মধ্যে ফিরে যান যশস্বী (২) ও রাহুল (১৪)। যশস্বী যখন অ্যাটকিনসনের বলে ফিরে গেলেন, ভারতের রান ১০। রাহুল ওকসের শিকার। ইংল্যান্ড স্পিনার ছাড়াই খেলছে। সকালে পুরো দু'ঘণ্টা খেলা হয়নি বৃষ্টির জন্য। লাঞ্চের ঠিক আগে বৃষ্টি শুরু হওয়ার সময় ভারতের রান ছিল ৭২/২। তিনে নেমে সুদর্শন ভালই খেলছিলেন। রাহুল আউট হয়ে যাওয়ার পর চারে নেমেছিলেন শুভমন।

বৃষ্টি খুব ভোগাল বৃহস্পতিবার। লাঞ্চের আগে খেলা বন্ধ হয়েছিল। ভারতীয় সময় সাড়ে সাতটায় ফের খেলা শুরু হয়। তখন ঠিক হয়েছিল খেলার সময় বাড়ানো হবে। খেলা চলবে ভারতীয় সময় রাত সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত। কিন্তু ভারতের রান যখন ৮৫/৩ তখন আবার বৃষ্টি শুরু হয় যায়। উইকেট ও বোলিং মার্ক ঢেকে দেওয়া হয়। দুই নট আউট ব্যাটার সুদর্শন ও করুণ বৃষ্টি মাথায় করে ড্রেসিংরুমে ফিরে যান।

ভারতীয় ইনিংসে বড় ধাক্কা ছিল শুভমনের রান আউট। অ্যাটকিনসনকে শর্ট কভারে পুশ করেই রান নিতে ছুটেছিলেন অধিনায়ক। দেখেননি যে উল্টো দিকে সুদর্শন নিজের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। সুদর্শন তবু শুভমনকে ফিরে যাওয়ার বার্তা দেন। যা না দেখে পড়িমড়ি করে দৌড়ে এসেছিলেন শুভমন (২১)। বোলার অ্যাটকিনসন বল ধরে ডাইরেক্ট থ্রোতে তাঁকে রান আউট করে দেন। ভারত তখন ৮৩/৩। তবে এরমধ্যেই শুভমন অধিনায়ক হিসাবে এক সিরিজে ৭৩৭ রান করে পিছনে ফেলে দেন সুনীল গাভাসকরকে। তিনি ১৯৭৮-৭৯-তে করেছিলেন ৭৩২ রান। কিন্তু মাইলস্টোন যাই হোক, অধিনায়কের আউট চাপে ফেলে দেয় দলকে।

চাপের মুখে ভরসা করুণ। বৃহস্পতিবার ওভালে।

ইংল্যান্ডকে সুবিধা

বল নিয়ে অভিযোগ ভারতের

লন্ডন, ৩১ জুলাই : চলতি ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজে বিতর্ক থামার কোনও লক্ষণ নেই! বল পরিবর্তনের নিয়ম নিয়ে ম্যাচ রেফারির কাছে সরকারিভাবে অভিযোগ জানিয়েছে ভারত। দাবি, বল বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে ইংল্যান্ডকে বাড়তি সুবিধা পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে। সিরিজে ব্যবহৃত ডিউক বল নিয়ে শুরু থেকেই অসন্তোষ রয়েছে ভারতীয় শিবিরে। লর্ডস টেস্টে ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস দ্বিতীয় বলের আকার ১০ ওভার পরেই বদলে গিয়েছিল। কিন্তু ভারতকে যে বল দেওয়া হয়েছিল তা ৩০-৩৫ ওভার পুরনো। অথচ নিয়ম আগের বল যত ওভার পুরনো, পরিবর্ত বলও ঠিক তত ওভার পুরনো হতে হবে। সেই সময় আম্পায়াররা জানিয়েছিলেন, তাঁদের কাছে ১০ ওভার পুরনো কোনও বল নেই। ফলে বাড়তি সুবিধা পেয়ে যায় ইংল্যান্ড।

ভারত দাবি জানিয়েছে, প্রতিটি টেস্টের আগে বল বেছে দেওয়ার যে নিয়ম রয়েছে, তাতে আইসিসির নজর দেওয়া উচিত। সাধারণত চতুর্থ আম্পায়ার থাকেন আয়োজক দেশের। টেস্ট শুরুর আগে তিনিই বল নিয়ে দুই দলের ড্রেসিংরুমে যান। সেখান থেকে দু'টি করে বল বেছে নেয় দুই দল। সেই সময় ম্যাচ রেফারি থাকেন না। ভারতের অভিযোগ, এই সিরিজে একাধিক উদাহরণ রয়েছে ইংল্যান্ডকে বাড়তি সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার। ভারতীয় ড্রেসিংরুমে চতুর্থ আম্পায়ার যে বলের বাক্স নিয়ে এসেছিলেন, তাতে মাত্র একটি বল ছিল গাঢ় লাল রঙের। বাকিগুলো হাল্কা লাল। কারণ ইংল্যান্ড আগেই গাঢ় লাল রঙের বল বেছে নিয়েছিল। ভারতের তরফে তাই দাবি তোলা হয়েছে, ভবিষ্যতে ড্রেসিংরুমের বদলে ম্যাচ রেফারির ঘরে গিয়ে বল বেছে নেওয়ার নিয়ম চালু হোক।

বোলার কোথায় ইংল্যান্ডের, তাই সবুজ উইকেট : গাভাসকর

লন্ডন, ৩১ জুলাই : ওভালে সবুজ উইকেট নিয়ে ইংল্যান্ডকে একহাত নিলেন সুনীল গাভাসকর। তিনি বলেছেন ইংল্যান্ডের হাতে উইকেট নেওয়ার বোলার নেই দেখে তারা এমন উইকেটের দিকে ঝুঁকেছে। তাদের মনে হয়েছে এরকম উইকেটে কিছু করার সুযোগ থাকবে।

ওভাল টেস্টে ইংল্যান্ড দলে অনেক পরবর্তন হয়েছে। এই ম্যাচে বেন স্টোকস, জোফ্রা আর্চার ও ব্রাইডন কার্স নেই। এই তিনজন এই সিরিজে ইংল্যান্ড বোলিংকে টেনেছেন। গাভাসকর বৃহস্পতিবার সোনি স্পোর্টস-এ বলেছেন, ওদের হাতে কোনও বোলিংই নেই। স্টোকস উইকেট নিয়েছে। আর্চার উইকেট নিয়েছে। কার্স উইকেট নিয়েছে। ওরা না থাকলে ওভালে কে উইকেট নেবে? তাই ইংল্যান্ড এমন উইকেট করেছে। যাতে টাঙ্গ ও অন্যেরা সুবিধা পায়।

ইংল্যান্ড অধিনায়ক অলি পোপ এদিন টসে জিতে ভারতকে আগে ব্যাট করতে দিয়েছিলেন। ঘাসের উইকেটে তাঁর সিমারদের হাতে নতুন বল তুলে দেন তিনি। ঘটনা হল সবুজ উইকেটে ইংল্যান্ড বোলাররা কিন্তু কিছুটা ফায়দা পেয়েছেন। যশস্বী জয়সওয়ালকে শুরুতেই তুলে নেন গাস অ্যাটকিনসন। তারপর কে এল রাহুলকে ফেরান ক্রিস ওকস। ৩৮ রানের মধ্যে দুই উইকেট হারিয়ে বসেছিল ভারত। আগে শোনা গিয়েছিল ইংল্যান্ড ওকসকেও বিশ্রাম দেবে। পরে অবশ্য দেখা গেল ওকস ওভালে খেলছেন।

ম্যাঞ্চেস্টারে জাদেজাদের সেঞ্চুরির মুখে স্টোকস ড্রয়ের প্রস্তাব দিয়ে মুখ পুড়িয়েছেন। অনেকের মতো গাভাসকরও তীব্র সমালোচনা করেছেন তাঁর। প্রাক্তন অস্ট্রেলীয় অধিনায়ক গ্রেগ চ্যাপেলও এবার এক সুরে বলেছেন, খুব ভালভাবে শেষ হতে পারত ম্যাঞ্চেস্টার টেস্ট। তার বদলে হল খারাপভাবে। ইংল্যান্ড বোলাররা নাগাড়ে শর্ট বল করে গেল সেঞ্চুরির মুখে থাকা ব্যাটারদের। বাজবল যুগে ইংল্যান্ড সবসময় নীতিগত জয়ের কথা বলে। কিন্তু ভারত শুধু প্রতিরোধই গড়েনি, ইংল্যান্ডের দাবিকেও নস্যাৎ করেছে।

ওভালের সবুজ উইকেট। বৃহস্পতিবার।

চাকরি বাঁচানো কঠিন হবে : আথারটন

সিরিজ হারলে চাপে পড়ে যাবে গম্ভীর

লন্ডন, ৩১ জুলাই : ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজ বাঁচাতে না পারলে গৌতম গম্ভীর সমস্যায় পড়ে যাবেন। এমনটাই মনে করেন মাইক আথারটন। কারণ টানা তিনটে টেস্ট সিরিজ হারের পর একজন কোচের চাকরি বাঁচানো কঠিন।

টিম ইন্ডিয়ার দায়িত্ব নেওয়ার পর, লাল বলের ক্রিকেটে গম্ভীরের রেকর্ড রীতিমতো শোচনীয়। তাঁর কোচিংয়ে দল ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ০-৩ ব্যবধানে টেস্ট সিরিজ হেরেছে। এরপর অস্ট্রেলিয়া মাটিতে ১-৩ ফলে বর্ডার-গাভাসকর সিরিজ হেরেছে ভারত। এবার ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১-২ ব্যবধানে পিছিয়ে। ওভাল টেস্ট জিততে না পারলে, আরও একটা টেস্ট সিরিজ হারের গ্লানি অপেক্ষা করছে।

আথারটন বলছেন, ভারত পরপর দুটো টেস্ট সিরিজ হেরেছে। এবার যদি টানা তৃতীয় সিরিজ হারে, তাহলে কিন্তু কোচ গম্ভীর চাপে পড়ে যাবে। চাকরি বাঁচানো কঠিন হবে। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক আরও যোগ করেছেন, ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের ধৈর্য অত্যন্ত কম। ভারত মাঠে নামলেই ওঁরা ধরে নেন, দল জিতবে। ব্যর্থতা কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না। টানা তিনটে টেস্ট সিরিজ হারলে ওঁরা কিন্তু গম্ভীরকে ছেড়ে কথা বলবেন না।